ইউনিট- ৬ **অধিবেশন- ২৪**

পৌরনীতি বিষয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষণের একটি পরিকল্পনা
বিষয়ঃ নাগরিকতা

ভূমিকা

যিনি সুষ্ঠু পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে শ্রেণিতে পাঠ উপস্থাপন করেন তিনি একজন সফল শিক্ষক। সুষ্ঠু পাঠ পরিকল্পনার বিশেষ দিকগুলো হলো- বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান, পাঠদানে যথাযথ পদ্ধতি নির্ধারণ, যথাযথ উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার এবং মূল্যায়ন কৌশল। পাঠ পরিকল্পনার উল্লিখিত দিকগুলো বিবেচনায় রেখে সপ্তম শ্রেণিতে সমাজিক বিজ্ঞান পাঠ্য বইয়ের 'নাগরিক' শীর্ষক পাঠ পরিকল্পনায় যথার্থ শিখনফল, সময় বণ্টন, পাঠ সূচনা ও পাঠ উপস্থাপন কার্যক্রম, উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত পাঠের একটি সার্থক পাঠ পরিকল্পনা করা যায়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থী-

- পৌরনীতির নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু পাঠের (নাগরিকতা) প্রধান দিকগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- পৌরনীতির নির্দিষ্ট পাঠের জন্য শিখনফল লিখতে পারবেন।
- পাঠ সূচনার জন্য কার্যক্রম চিহ্নিত করতে পারবেন।
- পাঠ উপস্থাপনার/পাঠ বিশ্লেষনের জন্য কার্যক্রম (পদ্ধতি ও কৌশল) নির্ধারণ ও তা পর্যায়ক্রমিকভাবে সংগঠিত করতে পারবেন।
- শিখনফল অর্জন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রণয়ন করতে পারবেন।
- যথাযথ ফরমেট মোতাবেক পৌরনীতি বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ নাগরিক ও নাগরিকতা বিষয় পাঠদানের প্রধান দিকগুলো চিহ্নিতকরণ

প্রশিক্ষণার্থীগণ সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্য বইয়ের নাগরিকতা শীর্ষক পাঠটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং ৪৫ মিনিট পরিচালনা উপযোগী একটি পাঠে কী কী বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ে শেখাতে চান মাথা খাটিয়ে নির্ধারণ করুন।

নীচের ছকটি কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখুন এবং 'নাগরিকতা' শিরোনামের বিষয়বস্তুর পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য রাফখাতায় শিক্ষণীয় বিষয়ের একটি স্পাইডার গ্রাম তৈরি করুন। এবার আপনার তৈরিকৃত স্পাইডার গ্রাম-এর সাথে নীচের স্পাইডার গ্রামটি মিলিয়ে দেখুন।

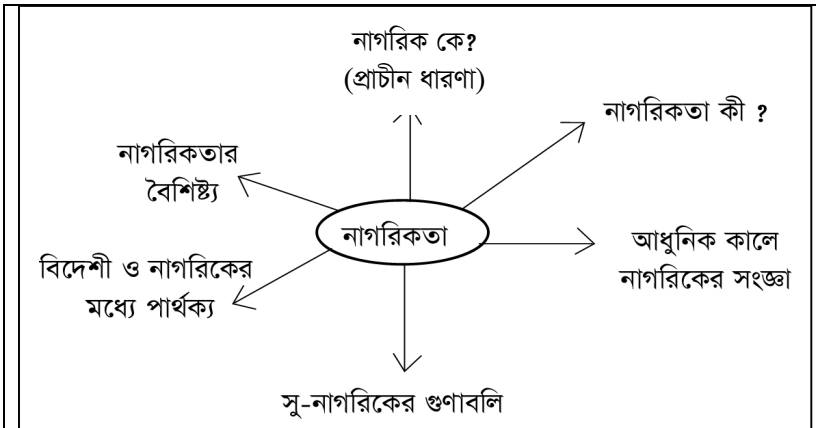

পর্ব- খঃ নাগরিক ও নাগরিকতা বিষয়ের শিখনফল চিহ্নিতকরণ

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, পূর্ববর্তী অধিবেশনে আপনারা শিখনফল লেখার নিয়ম এবং লিখতে কোন ধরনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে জেনেছেন। এবার পূর্ববর্তী পাঠের 'শিখনফল লেখার ক্রিয়াপদের তালিকা' অনুসরণ করে আলোচ্য 'নাগরিকতা' শীর্ষক পাঠের চারটি শিখনফল নিচে লিখুন।

১.
২.
৩.
৪.

পর্ব- গঃ সময় বণ্টন ও পাঠ সূচনার জন্য কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ

যে কোন বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনা করার সময় পাঠে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের চাহিদা অনুযায়ী সময় বণ্টন করা প্রয়োজন। সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এটি প্রজোয্য। পাঠের কোন অংশে কত সময় বরাদ্দ করতে হবে তা প্রথমেই নির্ধারণ করতে হবে।

একজন শিক্ষক 'নাগরিকতা' শীর্ষক পাঠদান শ্রেণিতে শুরু করার আগে প্রথমে শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করবেন। অত:পর পাঠের বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা রেখে পাঠ ঘোষণার জন্য তিনি কী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন তা চিহ্নিত করবেন। বর্তমান 'নাগরিকতা' শীর্ষক পাঠে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করে পাঠ ঘোষণা করা যায় চিন্তা করুন ও নিচের ছকে সংক্ষেপে লিখুন।

শুভেচ্ছা বিনিময় ও শ্রেণি বিন্যাসের পর পাঠ সূচনার জন্য নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করব-
১.
২.
৩.
৪.

পর্ব- ঘঃ পাঠ উপস্থাপনার/বিশ্লেষণের জন্য কার্যক্রম নির্ধারণ

'নাগরিকতা' শিরোনামক পাঠ উপস্থাপনের জন্য শিক্ষকের কাজ, শিক্ষার্থীর কাজ, প্রয়োজনীয় উপকরণ, যথাযথ পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহার সম্পর্কে এ পর্যায়ে চিন্তা করবেন এবং সঠিক কার্যক্রম বেছে নেবেন। সেই অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে পাঠ উপস্থাপনের জন্য পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। আপনার মতে 'নাগরিকতা' শীর্ষক পাঠ উপস্থাপনের কার্যক্রম কী কী হতে পারে নীচের ছকে লিখুন। কোন কার্যক্রম কোন পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন সেটাও উল্লেখ করুন।

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

পর্ব- ৬: শিখনফল অর্জন মূল্যায়ন/শিখন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ

'নাগরিকতা' শীর্ষক বিষয়বস্তু শিক্ষণ পরিকল্পনায় পাঠের শিখন অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করা যায়। তবে মনে রাখবেন প্রশ্নগুলো কেবল জ্ঞানমূলক হবে না। এর সাথে উচ্চ চিন্তা স্তরের প্রশ্নও করতে হবে। এছাড়া মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি হতে হবে ধারাবাহিক ও গঠনমূলক এবং শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে মূল্যায়নের সুযোগ থাকতে হবে। উল্লিখিত 'নাগরিকতা' শীর্ষক পাঠের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য কী কী প্রশ্ন করবেন নীচের ছকে লিখুন।

১.
২.
৩.
৪.

মূল শিখনীয় বিষয়

পৌরনীতি বিষয়বস্তুর একটি নমুনা পাঠ পরিকল্পনা

পরিচিতি	বিদ্যালয়ের নাম: প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের নাম: রোল নং- জেন্ডার: শ্রেণি: নবম শিক্ষার্থী সংখ্যা: মোট- জন। বালক- জন, বালিকা- জন শিক্ষার্থীদের গড় বয়স:	বিষয়: সামাজিক বিজ্ঞান আজকের পাঠ: নাগরিকতা ও সুনাগরিকের গুণাবলি পিরিয়ড: সময়: ৪০ মিঃ তারিখ:
শিখনফল	এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা- ১. নাগরিক ও নাগরিকতা বলতে কী বোঝায় বলতে পারবে। ২. নাগরিকতার বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবে। ৩. সুনাগরিকের গুণাবলি উল্লেখ করতে পারবে। ৪. সুনাগরিকের গুণাবলির অভাবে সমাজে কী ক্ষতি হতে পারে ব্যাখ্যা করতে পারবে।	

সোপান	কাজ ও সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উপকরণ
প্রস্তুতি	শুভেচ্ছা বিনিময়, শ্রেণি বিণ্যাস, মানসিক প্রস্তুতি গঠন ও পাঠ ঘোষণা ০৩ মিনিট	শুভেচ্ছা বিনিময় ও শ্রেণি বিণ্যাসের পর নিচের প্রশ্নগুলো করবো ১. বাংলাদেশের অধিবাসীদের কী বলে? ২. একটি রাষ্ট্রের স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে কী বলে? ৩. রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির পদমর্যাদা কী? প্রসঙ্গ অবতারণার মাধ্যমে পাঠ ঘোষণা করে পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবো। “নাগরিকতা ও সুনাগরিকের গুণাবলি”	শুভেচ্ছা বিনিময় ও শ্রেণী বিন্যাসে সহযোগিতা করে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠে মনোনিবেশ করবে- ১. বাংলাদেশের নাগরিক বলে। ২. নাগরিক বলে। ৩. রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির পদমর্যাদাই নাগরিকতা। নিজ নিজ খাতায় পাঠ শিরোনাম লিখবে।	ব্লাক বোড
শিখন-	মিনি লেকচার ও প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে সংজ্ঞা নিরূপণ ০৮ মিনিট	উদাহরণ হিসেবে দুইজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলবো যে তাদের একজন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদেয় সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের আনুগত্য শিকার করে এবং রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। পক্ষান্তরে অপরজন এসবের	মনোযোগ দিয়ে উদাহরণ শুনবে ও প্রশ্নের উত্তর দিবে।	পোষ্টার/ চার্ট, বোর্ড এবং অধ্যাপক লাস্কির সংজ্ঞাসহ নাগরিকতার সংজ্ঞা লিখিত পোস্টার

শেখানো কার্যাবলি	একমত এবং একমত নয় কৌশলের মাধ্যমে নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ ০৮ মিনিট	কিছুই করে না। এক্ষেত্রে তাদের দুজনের কাকে কী বলা যেতে পারে? উপরের আলোচনা বা উদাহরণের আলোকে শিক্ষার্থীদের মাথা খাটিয়ে নাগরিকতার সংজ্ঞা তৈরি করতে বলবো। সংজ্ঞা তৈরিতে সহায়তা করবো। নাগরিকতা সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যাসহ অধ্যাপক লাস্কির সংজ্ঞা লিখিত পোস্টার প্রদর্শন করবো এবং ব্যাখ্যা প্রদান করবো।	মাথা খাটিয়ে সংজ্ঞা তৈরি করবে এবং প্রয়োজনে বলবে। অধ্যাপক লাস্কির সংজ্ঞা মনোযোগ দিয়ে পড়বে এবং প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নিয়ে খাতায় লিখবে। মন্তব্যসমূহ মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং একমত হলে হাত তুলবে ,একমত না হলে হাত তুলবে না । প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে একমত হওয়া বা না হওয়ার কারণ যুক্তিসহ উপস্থাপন করবে।	ব্লাক বোর্ড
শিখন-শেখানো কার্যাবলি	মিনি লেকচার ও দলীয় কাজ ১৪ মিনিট	উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য হিসেবে নিচে লিখিত মন্তব্যসমূহের কোনটির সাথে একমত এবং কোন্‌টির সাথে একমত নয় তা হাত তুলে জানাতে বলবো এবং স্বপক্ষে যুক্তি দিতে বলবো। এক্ষেত্রে যুক্তি দিয়ে নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে সহায়তা করবো। সবশেষে নাগরিকতার বৈশিষ্ট্যসমূহ বোর্ডে লিখে দেব। মন্তব্যসমূহ : ১.রাষ্ট্রের সদস্য হওয়া ২.রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করা ৩.রাষ্ট্র থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করা। ৪.নিজ রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন না করে অন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকা। সুনাগরিকের গুণাবলি সম্পর্কে মিনি লেকচার দিব। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করে বিভিন্ন দলের মাঝে নিম্ন লিখিত কাজসমূহ ভাগ করে দিব। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে	নাগরিকতার বৈশিষ্ট্যসমূহ খাতায় লিখে নিবে। মনোযোগ দিয়ে লেকচার শুনবে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ খাতায় লিখবে। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে। দলের একজন প্রতিনিধি উপস্থাপন করবে। পেন্যারি আলোচনার বিষয়বস্তু খাতায় লিখবে। প্রয়োজনে পেন্যারি আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে।	ব্লাক বোর্ড ও সুনাগরিকের গুনাবলি লিখিত চার্ট

		খাতায় লিখতে বলবো এবং একজন প্রতিনিধিকে তা উপস্থাপন করতে বলবো। প্রত্যেক দলের উপস্থাপন শেষে তা প্লেন্যারিতে আলোচনা করে এ পর্বের সমাপ্তি টানবো। কাজ ১: সুনাগরিকের গুণ হিসেবে বুদ্ধি বলতে কী বোঝায় ব্যাখ্যা কর। কাজ ২: সুনাগরিকের গুণ হিসেবে আত্মসংযম কী তা ব্যাখ্যা কর। কাজ ৩: সুনাগরিকের একটি গুণ হিসেবে বিবেকের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।		
মূল্যায়ন	শিখন মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নকরণ ও বাড়ির কাজ প্রদান ০৭ মিনিট	শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠ যাচাই/মূল্যায়ন করতে নিচের প্রশ্নগুলো করবো- ১. নাগরিক ও নাগরিকতার পার্থক্য কী? ২. নাগরিতা সম্পর্কে অধ্যাপক লাস্কির সংজ্ঞা বল। ৩. নাগরিকতার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? ৪. সুনাগরিকের গুণাবলি উলেখ কর। ৫. সুনাগরিকের গুণাবলির অভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের কী ক্ষতি হতে পারে? ৬. আমাদের দেশে সুনাগরিকের গুণাবলির বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন কর। ৭. বুদ্ধিমান নাগরিক রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ- বুঝিয়ে বল। নিচের প্রশ্নটির উত্তর বাড়ি থেকে লিখে আনার জন্য বোর্ডে লিখে দিব। প্রশ: নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য ও সুনাগরিকতার গুণাবলি উলেখ কর এবং এগুলোর যে কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে কেন তাকে সুনাগরিক বলা যাবে না তা বুঝিয়ে লিখ।	প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিখন মূল্যায়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। শিক্ষক বোর্ডে উত্তর লিখলে বা বললে তা লিখে নিবে। নিজ নিজ খাতায় বাড়ীর কাজ লিখে নিবে।	ব্লেক বোর্ড

মূল শিখনীয় বিষয়

১. সাধারণভাবে নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বলা হয়। অতীতে গ্রীসের নগর রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সভ্যতায় রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণকারীদের নাগরিক বলা হত। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে কোন ব্যক্তির পদমর্যাদাই নাগরিকতা।

২. আধুনিককালে নাগরিক হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি একটি রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা, রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত, রাষ্ট্রের নিকট থেকে অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করেন। অধ্যাপক লাস্কির মতে, "সর্বজনীন কল্যাণের জন্য ব্যক্তির বিচার বুদ্ধির সুষ্ঠুব্যবহারের সুযোগই নাগরিকতা।"

৩. নাগরিকতার বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে- ক) রাষ্ট্রের সদস্য হওয়া: খ) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা; গ) রাষ্ট্র থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করা; ঘ) রাষ্ট্রের প্রতি অধিকার ও কর্তব্য পালন করা ।

৪. সুনাগরিকের তিনটি গুণ হচ্ছে- বুদ্ধি, আত্মসংযম ও বিবেক। লর্ড ব্রাইস বলেন সেই ব্যক্তি সুনাগরিক যে বুদ্ধিমান,আত্মসংযমী ও বিবেকসম্পন্ন।

৫. বুদ্ধিমান নাগরিক রাষ্ট্রের জটিল সমস্যাগুলি বুঝতে পারে বলে নাগরিকদের শিক্ষা,জ্ঞান ও বুদ্ধি সরকারের সফলতা আনে।

৬. সরকারকে মেনে চলার অভ্যাস ও অন্যের মতামতকে গ্রহণ করার মনোভাব এবং রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক নাগরিককে দুর্নীতি,স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের দোষ এড়িয়ে চলতে হয়। আর এটাই নাগরিকের আত্মসংযমের ফল।

৭. সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি সততার সাথে কর্তব্য পালন করার জন্য বিবেকসম্পন্ন নাগরিকের প্রয়োজন। বিবেকবোধ নাগরিককে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

মূল্যায়ন

১. অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির প্রয়োগ করে সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের নাগরিকতা শীর্ষক পাঠের একটি পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

নিজে করুন।

পর্ব- খ

১. নাগরিক ও নাগরিকতা বলতে কী বোঝায় বলতে পারবে।
২. নাগরিকতার বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।
৩. সুনাগরিকের গুণাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪. সুনাগরিকের গুণাবলির অভাবে কী ক্ষতি হতে পারে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পর্ব- গ

শুভেচ্ছা বিনিময় ও শ্রেণি বিন্যাসের পর শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করবেন-

- বাংলাদেশের অধিবাসীদের কী বলে?
- একটি রাষ্ট্রের স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে কী বলে?
- রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির পদমর্যাদা কী?

এরূপ প্রসঙ্গের অবতারণার মাধ্যমে পাঠ ঘোষণা করা ও শিরোনাম বোর্ডে লিখা।
"নাগরিকতা ও সুনাগরিকের গুণাবলি।"

পর্ব- ঘ

নিজে করুন

পর্ব- ঙ

শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠ যাচাই/মূল্যায়ন করতে নিচের প্রশ্নগুলো করা যেতে পারে-

১. নাগরিক ও নাগরিকতা কী?
২. নাগরিকতা সম্পর্কে অধ্যাপক লাস্কির সংজ্ঞা বল।
৩. নাগরিকতার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
৩. সুনাগরিকের গুণাবলি উল্লেখ কর। এর অভাবে দেশ ও সমাজের কী ক্ষতি হতে পারে?
৪. 'বুদ্ধিমার নাগরিক রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ' বক্তব্যটি বুঝিয়ে বল।
৫. আমাদের দেশে নাগরিকেরা সুনাগরিকের গুণাবলি কতটা চর্চা করছে?

ইউনিট- ৬ **সেশন- ২৫**

ভূগোল বিষয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষণের পরিকল্পনা
বিষয়ঃ এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু

ভূমিকা

সামাজিক বিজ্ঞানের ভূগোল বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনার ব্যাপারে একটু ভিন্নতা রয়েছে। ভূগোল বিষয়ের পাঠদানে মানচিত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছবি প্রদর্শন অবশ্যম্ভাবী। এসঙ্গে শিখনফল, সময়, পাঠদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন কৌশল প্রভৃতি বিবেচনায় রেখে পাঠ পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থী-

- নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে মূল প্রশ্ন চিহ্নিত করতে পারবেন।
- নির্দিষ্ট পাঠের জন্য যথাযথ শিখনফল লিখতে পারবেন।
- পাঠ সূচনার জন্য কার্যক্রম চিহ্নিত করতে পারবেন।
- পাঠ উপস্থাপনার জন্য কার্যক্রম নির্ধারণ করতে পারবেন।
- শিখনফল অর্জন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রণয়ন করতে পারবেন।
- যথাযথ ছক মোতাবেক ভূগোলের বিষয়বস্তু 'এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু' শিরোনামে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে মূল প্রশ্ন করা

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী, মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত **'এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু'** শিরোনামের পাঠ্যাংশটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করে তা থেকে কয়েকটি মূল প্রশ্ন প্রণয়ন করুন। বিদ্যালয়ে সহকর্মী ও বিএড ক্লাশের সহপাঠীদের সাথে মূল প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করুন ও একটি তালিকা তৈরি করুন।

পর্ব- খঃ শিখনফল চিহ্নিতকরণ

প্রিয় শিক্ষার্থী ''এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু'' শিরোনামের পাঠের জন্য পূর্ববর্তী পর্বে উল্লিখিত মূল প্রশ্নের আলোকে নিচের ছকে কয়েকটি শিখনফল লিখুন।

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

পর্ব- গঃ পাঠ সূচনার জন্য কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ

এবার, প্রশিক্ষণার্থীগণ মাথা খাটিয়ে ''এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু'' শিরোনামের পাঠটি শ্রেণিতে পাঠদান শুরুর সময় পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কী কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তা নির্ধারণ করে নিচে উল্লেখ করুন।

শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর নিম্নবর্ণিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে পাঠ সূচনা করা যায় -
১.
২.
৩.
৪.
৫.

পর্ব- ঘঃ পাঠ উপস্থাপনার জন্য কার্যক্রম নির্ধারণ

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী এবার পর্ব খ-তে নির্ধারিত প্রথম দুটি শিখনফল অর্জনের জন্য কী ধরনের শিখন-শেখানো কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তা নির্ধারণ করে নিম্নের ছকে লিখুন।

শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
১.	
২.	

পর্ব- ঙঃ শিখনফল অর্জন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রণয়ন

প্রশিক্ষক 'এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু' শীর্ষক পাঠের শিখনফল অর্জনের মূল্যায়ন করার জন্য শিক্ষার্থীদের কী কী প্রশ্ন করা যায় তা নিম্নের ছকে লিপিবদ্ধ করুন।

১.
২.
৩.
৪.

পর্ব- চঃ সময় বণ্টন

প্রিয় শিক্ষার্থী, পাঠদানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় বণ্টন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাঠের প্রতিটি কার্যক্রমের চাহিদা অনুসারে পূর্বেই সময় বণ্টন করতে হবে এবং সেই সময়সীমা যতটা সম্ভব মেনে চলতে হবে। এর ফলে পাঠের বিভিন্ন ধাপ ও কার্যক্রম যথাযথভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হবে।

এবার ৪০ মিনিট সময়ের একটি নির্ধারিত পাঠ পরিচালনার জন্য প্রতিটি কাজের চাহিদা অনুযায়ী সময় বণ্টন করে নিম্নের ছকে লিখুন।

পাঠদানোর ধাপ	**সময়**
প্রস্তুতি	
মানচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে মহাদেশের বিস্তৃতি নির্ধারণ	
জলবায়ু মণ্ডলের অবস্থান চিহ্নিতকরণ	
জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ	
দলীয় কাজের মাধ্যমে এশিয়ার বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশ বা এলাকা চিহ্নিতকরণ	
বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান	
মূল্যায়ন	

মূল শিখনীয় বিষয়

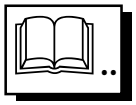

সামাজিক বিজ্ঞানের ভূগোল অংশের নমুনা পাঠ পরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের নাম: শিক্ষকের নাম: জেন্ডার: শ্রেণি: ষষ্ঠ শিক্ষার্থী সংখ্যা:বালক.....জন; বালিকা....জন মোট.....জন। শিক্ষার্থীদের গড় বয়স :	বিষয়: সামাজিক বিজ্ঞান সাধারণ পাঠ: ভূগোল আজকের পাঠ: **এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু** সময়: ৪০ মিনিট পিরিয়ড: চতুর্থ তারিখ:

	শিখনফল এই পাঠশেষে শিক্ষার্থীরা- ▪ এশিয়া মহাদেশের বিস্তৃতি উলেখ করতে পারবে; ▪ এশিয়ার কোন্ অংশ কোন্ জলবায়ু মণ্ডলে পড়েছে তা উল্লেখ করতে পারবে; ▪ কোন্ কোন্ নিয়ামক এশিয়ার জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে তা বলতে পারবে; ▪ পার্থক্য অনুসারে এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করতে পারবে; ▪ এশিয়ার জলবায়ু অঞ্চলগুলোর অবস্থান বর্ণনা করতে পারবে; ▪ মানচিত্রে এশিয়ার জলবায়ু অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করতে পারবে এবং ▪ এশিয়ার জলবায়ু অঞ্চলগুলোর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।

সোপান	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উপকরণ
প্র স্তু তি	০২ মিনিট	শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর শিক্ষার্থীদের নিম্নের প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করবো। প্রশ্ন: ১.কয়েকটি ঋতুর নাম বল। ২.আমরা ঋতুর যে বিভিন্নতা দেখতে পাই তা আসলে কিসের কারণে হয়। ৩.পৃথিবীর সব অঞ্চলের জলবায়ু কি একই রকম? কেন একরকম নয়? উত্তর পাওয়ার পর এশিয়া মহাদেশের সকল অঞ্চলের জলবায়ু যে একই রকম নয় তা বুঝিয়ে আজ আমরা এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু নিয়ে আলোচনা করবো একথা বলে পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিব। **'এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু'**	শিক্ষার্থীরা শুভেচ্ছা বিনিময় করবে। প্রশ্নের উত্তর দানের মাধ্যমে পাঠে মনোনিবেশ করবে। সম্ভাব্য উত্তর: ১.গ্রীস্ম,শীত, শরৎ, বসন্ত ইত্যাদি। ২.জলবায়ুর কারণে হয়। ৩.পৃথিবীর সকল অঞ্চলের জলবায়ু একই রকম নয়। শিক্ষার্থীরা তাদের নোট খাতায় আজকের পাঠ শিরোনাম লিখে নিবে।	

সোপান	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উপকরণ
শিখন-শিখানো কার্যক্রম	০২ মিঃ	পৃথিবীর দেওয়াল মানচিত্র প্রদর্শন করবো এবং শিক্ষার্থীদের ২/১ জনকে এসে মানচিত্রে এশিয়া মহাদেশের বিস্তৃতি দেখাতে এবং বলতে বলবো। প্রয়োজনে সহায়তা করবো।	২/১ জন এসে দেখাবে এবং মুখে বলবে। অন্যরা তা দেখবে, লিখবে এবং এটলাস থাকলে মিলিয়ে নিবে।	পৃথিবীর দেওয়াল মানচিত্র (রাজনৈতিক) এবং নির্দেশক কাঠি।
	০৩ মিঃ	বক্তৃতা ও নিম্নের প্রশ্নসমূহের উত্তরের মাধ্যমে এশিয়ার কোন্ অংশ কোন্ জলবায়ু মণ্ডলে পড়েছে তা ব্যাখ্যা করবো এবং তা মানচিত্রে বা গ্লোবে প্রদর্শন করবো।	বক্তৃতা মনোযোগ সহকারে শুনবে,	পৃথিবীর দেওয়াল মানচিত্র (রাজনৈতিক), গোবএবং নির্দেশক কাঠি।
		প্রশ্নঃ ১. এশিয়ার দক্ষিণাংশ কোন্ জলবায়ু মণ্ডলে পড়েছে?	প্রশ্নের উত্তর দিবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ খাতায় লিখবে।	
		২. এশিয়ার মধ্যাংশ কোন্ জলবায়ু মণ্ডলে পড়েছে?		এশিয়ার জলবায়ু নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ামক সমূহের তালিকা, এশিয়ার জলবায়ু অঞ্চলের তালিকা;
		৩. এশিয়ার উত্তরাংশ কোন্ জলবায়ু মণ্ডলে পড়েছে?		
	০৪ মিঃ	উপকরণের সহায়তায় বক্তৃতা ও প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে এশিয়ার জলবায়ু নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ামকসমূহ এবং জলবায়ুর পার্থক্য অনুসারে এশিয়ার জলবায়ু অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ সংক্রান্ত ধারণা স্পষ্ট করতে চেষ্টা করবো।	বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনবে, প্রশ্নের উত্তর দিবে, প্রশ্ন করে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ জেনে নিবে এবং তা খাতায় লিখবে।	
		প্রশ্নঃ ১. কোন্ কোন্ নিয়ামক এশিয়ার জলবায়ুর ওপর প্রভাব বিস্তার করে?		এশিয়ার জলবায়ুর দেওয়াল মানচিত্র, পাঠ্য পুস্তকে দেয়া এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু মানচিত্র ও একই স্কেলে অংকিত এশিয়ার রাজনৈতিক মানচিত্র; এশিয়ার বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত দেশ বা এলাকা সমূহের তালিকা লিখিত পোস্টার;
		২. জলবায়ুর পার্থক্য অনুসারে এশিয়াকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয় এবং ভাগগুলো কী?		
	১৬ মিঃ	চাহিদা অনুযায়ী শ্রেণিকে কয়েকটি দলে ভাগ করবো। প্রত্যেক দলকে এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু অঞ্চল চিহ্নিত মানচিত্র এবং একই স্কেলে অংকিত এশিয়া মহাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র সরবরাহ করবো। এবার ভিন্ন ভিন্ন দলকে সরবরাহকৃত দু'টি মানচিত্র থেকে মিলিয়ে নিম্নের কাজগুলো করতে বলবো।	দল গঠনে সহায়তা করবে।	
		কাজ	নিজ নিজ দলের কাজ নিয়ে প্রত্যেকে দলের অন্য সদস্যদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে	
		ক. এশিয়ার কোন্ কোন্ দেশ নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত তা উল্লেখ কর?		
		খ.এশিয়ার কোন্ কোন্ দেশ মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত তা উল্লেখ কর?		

সোপান	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উপকরণ
খ ন- শি খা নো কা র্য ক্র ম	০৫ মি:	গ.এশিয়ার কোন্ কোন্ এলাকা মরু অঞ্চলের জলবায়ুর অন্তর্গত? ঘ.এশিয়ার কোন্ কোন্ দেশ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত তা উল্লেখ কর? ঙ.এশিয়ার কোন্ কোন্ এলাকা মহাদেশীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত তা উল্লেখ কর? চ.এশিয়ার কোন্ কোন্ এলাকা শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত তা উল্লেখ কর? ছ. এশিয়ার কোন্ এলাকা মেরুদেশীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত তা উল্লেখ কর? দলীয় কাজ শেষে প্রত্যেক দলকে বা একই কাজ সম্পন্নকারী দলসমূহের মধ্য থেকে একটি করে দলকে তাদের কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলবো। অন্যান্য দলকে তা মিলিয়ে নিতে বা খাতায় লিখে নিতে বলবো। সকল দলের উপস্থাপন শেষে প্রয়োজন হলে বোর্ডে মানচিত্র এঁকে বা পূর্বে অংকিত মানচিত্র প্রদর্শন করে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মাধ্যমে উল্লিখিত জলবায়ু অঞ্চলের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিব। মানচিত্র এবং এশিয়ার বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য লিখিত চার্ট প্রদর্শন করে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মাধ্যমে তুলে ধরবো।	এবং লিখবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দলীয় কাজ উপস্থাপন করবে এবং অন্যরা মিলিয়ে নিবে বা খাতায় লিখে নিবে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ খাতায় লিখবে। বক্তৃতা মনোযোগ সহ শুনবে, প্রশ্নের উত্তর দিবে, প্রশ্ন করে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ জেনে নিবে এবং তা খাতায় লিখবে।	এশিয়ার জলবায়ুর দেওয়াল মানচিত্র;
প্র য়ো গ/	০৮ মি:	আজকের পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা কী শিখেছে তা যাচাইয়ের জন্য একজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে ডেকে এনে এশিয়ার মানচিত্র আঁকতে বলবো। যদি সঠিকভাবে আঁকতে না পারে তাহলে শ্রেণিকে আহ্বান করবো এবং হাত তুললে অন্য একজন শিক্ষার্থীকে এসে বোর্ডে সঠিকভাবে আঁকতে বলবো এবং তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবো। তারপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ডেকে এনে প্রতিজনকে বোর্ডে অংকিত মানচিত্রে একটি করে জলবায়ু অঞ্চল চিহ্নিত করতে বলবো। প্রয়োজনীয় সহায়তা করবো। তারপর শ্রেণির উদ্দেশ্যে নিম্নের প্রশ্নসমূহ	নির্দেশনা অনুযায়ী বোর্ডে সে মানচিত্র আঁকবে এবং অংকিত মানচিত্রে নির্দিষ্ট জলবায়ু অঞ্চল চিহ্নিত করবে। সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করবে। পুনরালোচনা শুনবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য খাতায় লিখবে।	এশিয়ার জলবায়ুর দেওয়াল মানচিত্র।

সোপান	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উপকরণ
মূল্যায়ন		জিজ্ঞাসা করবো এবং প্রয়োজনে পুনরালোচনা করবো। প্রশ্ন: ১. এশিয়ার কোন্ অংশ কোন্ জলবায়ু মণ্ডলে পড়েছে তা উল্লেখ কর? ২.এশিয়ার জলবায়ুর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকসমূহের নাম কী? ৩. এশিয়ার কোন্ কোন্ দেশে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু দেখা যায়। ৪. পৃথিবীর শীতলতম স্থানের নাম কী এবং তা এশিয়ার কোন্ জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত? ৫. মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? ৬. কোন্ কোন্ মরুভূমি এশিয়ার মরু অঞ্চলের জলবায়ুর অন্তর্গত? বাড়ীর কাজ প্রদান: নিম্নের কাজটি বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের বাড়ী থেকে সম্পন্ন করে আনতে বলবো। এশিয়ার মানচিত্র একেঁ উহাতে এশিয়ার জলবায়ু অঞ্চলগুলো চিহ্নিত কর।	বাড়ীর কাজ খাতায় লিখে নিবে।	

মূল শিখনীয় বিষয়

১. এশিয়া মহাদেশ নিরক্ষরেখার সামান্য দক্ষিণ থেকে উত্তর মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত।

২. এশিয়ার দক্ষিণাংশ গ্রীষ্মমণ্ডলে, মধ্যাংশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এবং উত্তরাংশ হিমমণ্ডলে পড়েছে।

৩. এশিয়ার জলবায়ুর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামক সমূহ হচ্ছে- অক্ষাংশ, উচ্চতা, জল ও স্থলভাগের অবস্থান, সমুদ্রস্রোত এবং বায়ু প্রবাহ।

৪. জলবায়ুর পার্থক্য অনুসারে এশিয়া মহাদেশকে সাতটি জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। যথা- ক) নিরক্ষীয় জলবায়ু; খ) মৌসুমী জলবায়ু; গ) মরু অঞ্চলের জলবায়ু; ঘ) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু; ঙ) মহাদেশীয় জলবায়ু; চ) শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ও ছ) মেরু দেশীয় জলবায়ু ।

৫. জলবায়ু অঞ্চলগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ক) **নিরক্ষীয় জলবায়ু**

অবস্থান: নিরক্ষরেখা থেকে ১০ডিগ্রী উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে এ জলবায়ু দেখা যায়। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া এ জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত।

বৈশিষ্ট্য: সারা বছর অধিক তাপ ও বৃষ্টিপাত।

খ) **মৌসুমী জলবায়ু**

অবস্থান: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, ফিলিপাইন এবং চীন ও জাপানের দক্ষিণাংশ এ জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত।

বৈশিষ্ট্য: বৃষ্টিবহুল গ্রীস্মকাল এবং প্রায় বৃষ্টিহীন শীতকাল মৌসুমী জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

গ) **মরু অঞ্চলের জলবায়ু**

অবস্থান: গোবি মরুভূমি, আরব মরুভূমি, ইরানের মরুভূমি এবং ভারত ও পাকিস্তানের থর মরুভূমি এ জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত।

বৈশিষ্ট্য: বৃষ্টিহীনতা এবং উষ্ণতার পার্থক্য।

ঘ) **ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু**

অবস্থান: এশিয়ার তুরস্ক, সিরিয়া, লেবানন, ইসরাইল, জর্ডান, ইরাক ও ইরানের কিছু অংশ এ জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত।

বৈশিষ্ট্য: শীতকালে বৃষ্টি কিন্তু গ্রীস্মকালে সাধারণত বৃষ্টি হয় না।

ঙ) **মহাদেশীয় জলবায়ু**

অবস্থান: পশ্চিম সাইবেরিয়ায় মহাদেশীয় চরমভাবাপন্ন জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়।

বৈশিষ্ট্য: শীতকালে শীতের প্রকোপ এবং তুষারপাত বেশী। ক্ষণস্থায়ী গ্রীস্মকাল উষ্ণ ও প্রায় বৃষ্টিহীন।

চ) **শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু**

অবস্থান: সাইবেরিয়ার অধিকাংশ ভূখণ্ড এ অঞ্চলের অন্তর্গত। পৃথিবীর শীতলতম স্থান ভারখয়ানস্ক এ জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত।

বৈশিষ্ট্য: শীতকালে মেরু অঞ্চলের তীব্র শীতল বায়ুর কারণে এখানে তুষারপাত হয় এবং প্রচণ্ড শীত পড়ে।

ছ) **মেরুদেশীয় জলবায়ু**

অবস্থান: সাইবেরিয়ার উত্তর উপকূলে মেরু দেশীয় জলবায়ু দেখা যায়।

বৈশিষ্ট্য: সারা বছরই গড় উত্তাপ হিমাঙ্কের নীচে থাকে। প্রচণ্ড শীতে এ অঞ্চলে মৃত্তিকাস্থ পানি জমে কঠিন বরফে পরিণত হয়।

স্বমূল্যায়ন

অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের 'এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু' শীর্ষক একটি পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

মূল প্রশ্নসমূহ:

- এশিয়া মহাদেশের বিস্তৃতি কতটুকু?
- এশিয়ার কোন্ অংশ কোন্ জলবায়ু মণ্ডলে পড়েছে?
- কোন্ কোন্ নিয়ামক এশিয়ার জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে?
- জলবায়ুর পার্থক্য অনুসারে এশিয়াকে কয়টি জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করা যায়?
- জলবায়ু অঞ্চলগুলো কী কী?
- এশিয়ার কোন্ কোন্ দেশ নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত?
- এশিয়ার কোন্ কোন্ দেশ মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত?
- এশিয়ার কোন্ কোন্ এলাকা মরু অঞ্চলের জলবায়ুর অন্তর্গত?
- এশিয়ার কোন্ কোন্ দেশ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত?
- এশিয়ার কোন্ কোন্ এলাকা মহাদেশীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত?
- এশিয়ার কোন্ কোন্ এলাকা শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত?
- এশিয়ার কোন্ কোন্ এলাকা মেরুদেশীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত?
- নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কী?
- মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কী?
- মরু অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য কী?
- ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কী?
- মহাদেশীয় জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কী?
- শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কী?
- মেরুদেশীয় জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কী?

পর্ব- খ

শিখনফল

১. এশিয়া মহাদেশের বিস্তৃতি উল্লেখ করতে পারবে।
২. এশিয়ার কোন্ অংশ কোন্ জলবায়ু মণ্ডলে পড়েছে তা উল্লেখ করতে পারবে।
৩. কোন্ কোন্ নিয়ামক এশিয়ার জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে তা বলতে পারবে।
৪. জলবায়ুর পার্থক্য অনুসারে এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করতে পারবে।
৫. এশিয়ার জলবায়ু অঞ্চলগুলোর অবস্থান বর্ণনা করতে পারবে।
৬. মানচিত্রে এশিয়ার জলবায়ু অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।

পর্ব- গ

পাঠ সূচনার কার্যক্রম/প্রশ্ন

১. কয়েকটি ঋতুর নাম বল।
২. আমরা ঋতুর যে বিভিন্নতা দেখতে পাই তা আসলে কীসের কারণে হয়?
৩. পৃথিবীর সব অঞ্চলের জলবায়ু কি একই রকম?
৪. উত্তর পাওয়ার পর এশিয়া মহাদেশের সকল অঞ্চলের জলবায়ু যে একই রকম নয় তা বুঝিয়ে আজ আমরা এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু নিয়ে আলোচনা করবো একথা বলে পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিব। 'এশিয়া মহাদেশের জলবায়ু'।

পর্ব- ঘ

নিজে নিজে চিন্তা করুন ও লিখুন।

পর্ব- ঙ

মূল্যায়নের প্রশ্ন

১. এশিয়ার কোন্ অংশ কোন্ জলবায়ু মণ্ডলে পড়েছে তা উল্লেখ কর?
২. এশিয়ার জলবায়ুর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকসমূহের নাম কী?
৩. এশিয়ার কোন্ কোন্ দেশে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু দেখা যায়।
৪. পৃথিবীর শীতলতম স্থানের নাম কী এবং তা এশিয়ার কোন্ জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত?
৫. মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
৬. কোন্ কোন্ মরুভূমি এশিয়ার মরু অঞ্চলের জলবায়ুর অন্তর্গত?

ইউনিট- ৬ **অধিবেশন- ২৬**

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়- আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্রম দলিল ও গবেষণাপত্রের তথ্য

ভূমিকা

যে কোন বিষয়ের পাঠদানের ক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনা ঐ বিষয়ের ফলপ্রসূ শিক্ষণ-শিখনের মূল চাবি কাঠি। একটি বিষয় পাঠদানের ক্ষেত্রে কী উদ্দেশ্য অর্জিত হবে, কীভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হবে, কীভাবে পাঠের মূল ধারণাগুলো উন্নয়ন করতে হবে, কীভাবে মূল্যায়ন করতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষকের ভালোভাবে জানা প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষক এ সকল দিক সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা সংগঠন করতে পারেন।

বর্তমান যুগ আন্তর্জাতিকতার যুগ। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরস্পর নির্ভরশীল। এছাড়া বিশ্ব সমাজব্যবস্থা বিভিন্ন দেশের সীমারেখায় আবদ্ধ হলেও বিভিন্ন দেশের মানুষ ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে চাহিদা ও প্রয়োজনের দিক থেকে মিল রয়েছে। এ কারণে এক দেশে প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পরিচালিত গবেষণা ফলাফল অন্যান্য দেশ তাদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারে।

সামাজিক বিজ্ঞান একটি আন্তর্জাতিক বিয়য়। সকল দেশের শিক্ষাক্রমে এটি একটি অন্যতম স্কুল বিয়য় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফলে আমাদের দেশে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম প্রণয়নে অন্যান্য দেশের সমাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম ও গবেষণা থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখতে পারে। এজন্য এগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বর্তমান অধিবেশনে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম প্রণয়নে এরকম কিছু আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও গবেষণা পত্রের সাধারন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার ধারণা ও বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার প্রকারভেদ করতে পারবেন।
- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার ধারণা উল্লেখ করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনা প্রণয়নে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত যেসব বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে উল্লেখ করতে পারবেন।
- উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের নির্ধারকগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার ধারণা ও বিবেচ্য বিষয়

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, বিএড প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী হিসেবে আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুসরণ যে কোন শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমের সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি। পরিকল্পনার অভাব শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমে ধ্বংসাত্মক ফলাফল বয়ে আনতে পারে। অতএব শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমকে সফল করতে হলে শিক্ষক অবশ্যই পূর্বপরিকল্পনা করে নিবেন এবং সে অনুযায়ী শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ শিখন পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে চিন্তা করুন ও নিচের খালি জায়গায় আপনার ধারণা সম্পর্কে লিখুন।

আবার শুধু পরিকল্পনা করলেই হবেনা, তা হতে হবে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণের জন্য যথোপযুক্ত। এ ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সমাজের প্রয়োজনীয় দিকগুলোর যথাযথ প্রতিফলন ঘটাতে হবে। নিচের বৃত্তে এর সাথে সম্পর্কিত কতগুলো শব্দ/বাক্যাংশ রয়েছে। এর মধ্যে যেগুলো সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা পয়োজন তার একটি পৃথক তালিকা নিচের প্রস্তুত করুন।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য দিক

জাতীয়তাবোধ, আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ, দেশপ্রেম,
সুনাগরিকত্ববোধ, ধর্মীয় মনোভাব, ভাষাগত দক্ষতা,
জাতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য, পরিবেশের সাথে অভিযোজন,
গণনা করা, পরিবেশ সংরক্ষণ, স্বাক্ষরতা, পড়তে শেখা

এবার আপনার উত্তরের সাথে অধিবেশন শেষে দেওয়া সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন।

পর্ব- খঃ সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

সময় ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির ধরন অনুযায়ী সামাজিক বিজ্ঞান পরিকল্পনা হতে পারে বিভিন্নরকম। মানসম্মত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক হিসেবে এ সকল পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যাতে করে আপনি প্রয়োজনে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে দায়িত্বের সাথে সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ দান করতে পারেন।

আপনার মতে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ শিখন পরিকল্পনা কী কী ধরনের হতে পারে?

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

পর্ব- গঃ সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার ধারণা

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার মত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম পরিকল্পনাও গুরুত্বপূর্ণ।

এ ধরনের পরিকল্পনা যাতে করে শিক্ষার্থীর সামাজিক গুণাবলির যথাযথ বিকাশের মাধ্যমে দেশ, সমাজ ও রাষ্টের উপকারে আসে সে জন্য শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক ভেবে দেখা প্রয়োজন।

এবার শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং সহপাঠীদের সাথে এ সম্পর্কে আলোচনা করুন। এবার আপনার চিন্তার আলোকে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার একটি সংজ্ঞা তৈরি করে নিচের ছকে লিখুন।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার সংজ্ঞা

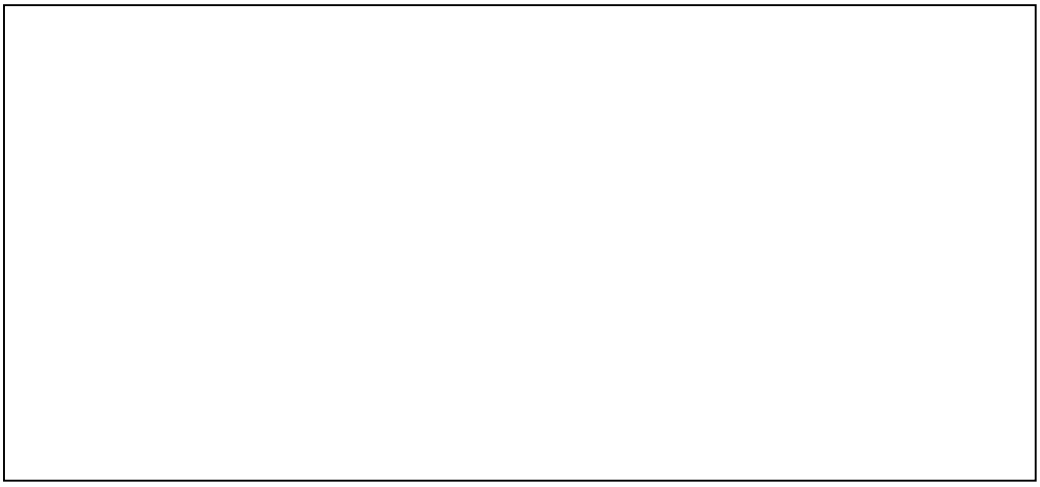

পর্ব- ঘঃ সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনা প্রণয়নে আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্ব আরোপিতব্য বিষয়

প্রিয় শিক্ষার্থী, মনে করুন আপনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের জন্য আপনি যে কোন শ্রেণির একটি শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা করবেন। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে সে সম্পর্কে চিন্তা করুন। প্রয়োজনে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করুন এবং পত্র-পত্রিকা থেকে ধারণা সংগ্রহ করুন। আপনার ধারণা নিচের বক্সে উল্লেখ করুন।

পর্ব- ৬: উন্নয়নশীল দেশসমূহের সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের নির্ধারক

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বিশ্বে আরও অনেক উন্নয়নশীল দেশ রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত। এসকল সমস্যা সমাধানে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞান এ সব সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়তা করে। তাই এসব দেশের সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমে এসকল উদ্ভূত সমস্যার প্রতিফলন ও সম্ভাব্য সমাধান তুলে ধরার লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম নিয়মিত পরিমার্জন ও নবায়ন করার প্রয়োজন রয়েছে।

বন্ধুরা, এবার বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে সমাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়নের ক্ষেত্রে কোন দিক বা সমস্যার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত- সে সম্পর্কে আপনার নোট বুকে একটি তালিকা তৈরি করুন।

মূল শিখনীয় বিষয়

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের অনেকগুলো দেশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছে। সদ্য স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশসমূহ তাদের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা কাটিয়ে উঠতে বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এ সকল প্রচেষ্টার মধ্যে অন্যতম হল- মেধাবী, সুদক্ষ, সৃজনশীল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী জনশক্তি প্রস্তুত করা। উন্নতমানের জনশক্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় পরিকল্পিত শিক্ষার। পরিকল্পিত শিক্ষার পূর্বশর্ত হলো পরিকল্পিত শিক্ষাক্রম।
- বর্তমান সময়ে শিক্ষাক্রমকে ব্যাপকভাবে জীবন ঘনিষ্ঠকরণের জন্য শিক্ষার্থীকে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য শিক্ষাক্রম পরিকল্পনায় নানা দিক এবং কিছু অত্যাবশ্যকীয় বিষয় দিক সংযোজিত হচ্ছে।
- সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু শিক্ষণ-শিখনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য শিক্ষককে একটি পরিকল্পনা করতে হয়। সজাগ, সুচিন্তিত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তা চেতনার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে সামাজিক বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু পাঠদানের পূর্বে মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষক যে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করেন তাকে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনা বলা হয়। এতে শ্রেণি, শিক্ষণীয় বিষয়, পাঠের উদ্দেশ্য, উপকরণের নাম, পাঠদানের পদ্ধতি, কলাকৌশল প্রভৃতি উল্লেখ থাকে।
- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়সমূহ হলো: সমাজের দ্রুত পরিবর্তনশীল চাহিদার নিরিখে নতুন নতুন কর্মসম্পাদনে যোগ্যতা অর্জন; সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন; জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, অঞ্চল, লিঙ্গভেদে সকলের শিক্ষা অর্জনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন; নানা ধরনের বক্তব্য থেকে সত্যের সন্ধানে সক্ষমতা অর্জন; জীবন ধারণে সামাজিক দক্ষতাসমূহ প্রয়োগে পরিপক্বতা অর্জন; পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খেয়ে নিতে যোগ্যতা অর্জন; শিক্ষা ও কাজের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন; পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সচেতনতা অর্জন; জনসংখ্যা বিস্ফোরণের পরিণাম সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন; কায়িক ও মানসিক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টিকরণ; দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ববোধে উদ্দীপ্তকরণ; জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রতকরণ; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন; সৃজনশীল চিন্তার বিকাশসাধন; আচার-আচরণে সৌন্দর্যবোধের দৃষ্টান্ত স্থাপন; জাতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ; মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন ও স্ব-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ।
- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে দীর্ঘমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে এক বা দু'বছরের পরিকল্পনাকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে একটি সিমেস্টার বা এক মাসের পরিকল্পনাকে মধ্যমেয়াদী এবং সাপ্তাহিক ও দৈনিক পরিকল্পনাকে স্বল্প মেয়াদী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

- কোন দেশের নির্দিষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষার নির্দিষ্ট স্তরের এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের এমন একটি যৌক্তিক বিন্যাস প্রক্রিয়াকে শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা বলা হয় যার মাধ্যমে সচেতনভাবে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে শিক্ষার কতকগুলো লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফল অর্জনের জন্য চিহ্নিত করা হয় এবং তা অর্জনের পথ, পদ্ধতি, সময় ও সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করে।
- উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের নির্ধারক হলো - সমাজের শিক্ষাগত চাহিদা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, মানবসম্পদ নিয়োজনের ধরন পরিবর্তন, শিক্ষাক্ষেত্রে কোন নতুন মাত্রা সংযোজন, পরিবেশ সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক বিজ্ঞান শিখনের জটিলতা দূরীকরণ, অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু বাদ দেয়া, সামাজিক বিজ্ঞানের নবতর তত্ত্ব, ধারণা, তথ্য ও উপাত্ত অন্তর্ভুক্তকরণ প্রভৃতি।
- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের জন্য শিক্ষাক্রম পরিকল্পনায় গুরুত্ব আরোপিতব্য বিষয়সমূহ হলো- জাতীয় দর্শন, জাতীয় আদর্শ, শিক্ষা দর্শন, জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজকর্ম, সমাজের কাঙ্খিত মূল্যাবোধ, জাতীয়তাবোধ, শিক্ষার চাহিদা, সমাজের চাহিদা, সামাজিক পরিবর্তনের গতিধারা, সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবেশ ও পরিবর্তন ইত্যাদি।

স্বমূল্যায়ন

১. সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার গুরুত্ব কী? এটি প্রণয়নে কোন কোন দিক বিবেচনা করা প্রয়োজন?
২. সামাজিক বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি কী কী ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারেন? এগুলোর সুবিধা কী?
৩. সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম প্রণয়ণে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত কোন বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত?
৪. উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের নির্ধারকগুলো কী?
৫. "পরিকল্পনার অভাব শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে ধ্বংসাত্মক ফলাফল বয়ে আনতে পারে" বক্তব্যটির যথার্থতা ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার ধারণা

যে কোন কাজ সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পূর্ব থেকে পরিকল্পনা করার প্রয়োজন রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু শিক্ষণ-শিখনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য শিক্ষককে একটি পরিকল্পনা করতে হয়। সজাগ, সুচিন্তিত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তা চেতনার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে সামাজিক বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক যে প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাকে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনা বলা হয়। এতে শ্রেণি, শিক্ষণীয় বিষয়, পাঠের উদ্দেশ্য, পাঠে ব্যবহারোপযোগী উপকরণাদির নাম, পাঠদানের কলাকৌশল উল্লেখ থাকে।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য দিক

জাতীয়তাবোধ, আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ, দেশপ্রেম, সুনাগরিকত্ববোধ, জাতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য, পরিবেশের সাথে অভিযোজন, পরিবেশ সংরক্ষণ, স্ব-কর্মসংস্থান, সামাজিক সমস্যা।

পর্ব- খ

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

মেয়াদ ভিত্তিতে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। তা হলো-

- দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা
- মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা
- স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা।

দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা

অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এ ধরনের পরিকল্পনা ১৫-২০ বছরের জন্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে এটা তেমন দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রণীত হয় না। সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষাক্রম একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাস্তর বা শ্রেণির জন্য প্রণীত হতে পারে। মাধ্যমিক স্তরে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বলতে এক বা দু'বছরের শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ এক বছর/দু'বছর সময়ে সামাজিক বিজ্ঞানের যে সমস্ত বিষয়সমূহ শিক্ষণ-শিখনে অন্তর্ভুক্ত হবে তাকে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য নবম-দশম এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পরিকল্পনা দু'বছরের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে।

মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা

জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাধারণত ৫-৭ বছর সময়ের জন্য মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিদ্যালয় পর্যায়ে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে একটি সিমেস্টার এবং এক মাসের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা

জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাধারণত তিন মাস থেকে এক / দু'বছরের পরিকল্পনাকে স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা বলা হয়। তবে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পরিকল্পনাকে স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

পর্ব- গ

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার ধারণা

শিক্ষাক্রম হল ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার বাস্তবভিত্তিক রূপরেখা। শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা হলো কোন দেশের নির্দিষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষার নির্দিষ্ট স্তরের এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের এমন একটি যৌক্তিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ সচেতনভাবে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে শিক্ষার কতকগুলো লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফল চিহ্নিত করে এবং সে সকল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফল অর্জনের পথ, পদ্ধতি ও সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করে। শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদাগুলোর প্রতি খেয়াল রেখে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষাক্রম পরিকল্পিত ও সংগঠিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার সময় সমাজের দ্রুত পরিবর্তনশীল চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটাতে হয়।

পর্ব- ঘ

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের জন্য শিক্ষাক্রম পরিকল্পনায় গুরুত্ব আরোপিতব্য বিষয়সমূহ

- জাতীয় দর্শন।
- শিক্ষা দর্শন।
- জাতীয় আদর্শ।
- জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজকর্ম।
- সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক দিকসমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা।
- সমাজের কাঙ্খিত মূল্যবোধ।

- সমাজের অতীত ও বর্তমান ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি।
- জাতীয়তাবোধ।
- শিক্ষার চাহিদা।
- দেশে ও বিদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন।
- সমাজের চাহিদা।
- সামাজিক পরিবর্তনের গতিধারা।
- সামাজিক মর্যাদাবোধের সাথে মানবসম্পদ বিনিয়োগের ধরনের সম্পৃক্তকরণ।
- সমাজের রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক পরিবেশ ও পরিবর্তন।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংহতি দৃঢ়করণ।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে মিল রেখে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ।
- সহনশীলতা, সহমর্মিতা, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা।
- আন্তর্জাতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলি।
- ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ, মানবিক, মৌলিক ও সমঅধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি।
- জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ধারণা, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রভৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

পর্ব- ঙ

উন্নয়নশীল দেশসমূহের সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের নির্ধারক

- সমাজের শিক্ষাগত চাহিদা।
- সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি।
- মানবসম্পদ নিয়োজনের ধরনের পরিবর্তন।
- প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্পৃক্তকরণ।
- শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন নতুন মাত্রা সংযোজন।
- মাদকাসক্তি, এইচ.আই.ভি প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিকরণ।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে ও প্রতিরোধে প্রস্তুতকরণ।
- পরিবেশ সংরক্ষণ।
- নারী নির্যাতন ও নারী পাচার বিরোধী মনোভাব সৃষ্টিকরণ।

- নারীর ক্ষমতায়ন।
- সামাজিক অপরাধ হ্রাসকরণ।
- জাতীয়, প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সম্পদ সংরক্ষণ।
- অনবায়নযোগ্য সম্পদের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- আন্তর্জাতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পরিবেশগত গতিধারার সাথে সঙ্গতিবিধান।
- সামাজিক বিজ্ঞান শিখনের জটিলতা দূরীকরণ।
- অপ্রয়োজনীয়/অচল বিষয়বস্তু বাদ দেয়া।
- সামাজিক বিজ্ঞানের নবতর তত্ত্ব, ধারণা ও তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণ।
- ভুল শুদ্ধকরণ।
- শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিণমনের সাথে সমন্বয়সাধন।
- নবতর শিখন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন কৌশল অন্তর্ভুক্তকরণ।
- একীভূত শিক্ষণ।
- কিশোর অপরাধ।

ইউনিট- ৬ **অধিবেশন- ২৭**

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য

ভূমিকা

শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের পরেই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম হল যে কোন শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবে রূপদান করার একটা মাধ্যম। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হল শিক্ষাক্রম। তবে অনেকে শিক্ষাক্রম বলতে পাঠ্যপুস্তককে বুঝে থাকেন। আসলে দুটি এক নয়। শিক্ষাক্রম হল বিদ্যালয় কতৃক পরিচালিত সকল শিক্ষা কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন বিষয় পাঠের মাধ্যমে, সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এবং পাঠাগার, কর্মশালা, খেলাধূলা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যা কিছু শিখে বা অর্জন করে তার সমষ্টি হল শিক্ষাক্রম। আর পাঠ্যপুস্তক হল শিক্ষাক্রমের একটি অংশ। শিক্ষাক্রমের নির্ধারিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত বিভিন্ন বিষয়ের বিয়য়বস্তুর আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়ে থাকে। আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যপুস্তক প্রধান শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শ্রেণিতেই রয়েছে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম প্রণয়নের উদ্দেশ্যাবলি ও নীতিমালা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভাল পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা উল্লেখ করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের ধারণা

সামাজিক বিজ্ঞান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের একটি অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়। অন্যান্য বিষয়ের মত সামাজিক বিজ্ঞানেরও রয়েছে নিজস্ব শিক্ষাক্রম যা স্তরভিত্তিক ও শ্রেণিভিত্তিক হয়ে থাকে। আমাদেও দেশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এই শিক্ষক্রম প্রণয়ন করে। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন স্তরের সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ এই শিক্ষাক্রমই হল শিক্ষকের শিক্ষাদান কাজের মূল ভিত্তি বা গাইডলাইন। কী উদ্দেশ্যে কোন বিষয় পড়াতে হবে, কীভাবে পাঠ দিতে হবে, কী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে, কীভাবে মূল্যায়ন করতে হবে- ইত্যাদি সকল নির্দেশনা এ শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

এবার সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে নিচের খালি জায়গায় আপনার ধারণা সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

পর্ব- খঃ সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

পাঠ্যপুস্তক শিক্ষণ-শিখনের অন্যতম হাতিয়ার। আপনারা লক্ষ করেছেন বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই এগুলো ব্যবহার করে থাকেন। আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে শিক্ষা কর্মকাণ্ডের অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়।

মাধ্যমিক স্তরে সকল শ্রেণিতে সামাজিক বিজ্ঞানের পৃথক পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। এগুলো নিশ্চয় আপনি দেখেছেন। এবার সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তুকের বৈশিষ্ট্যগুলো কী সে সম্পর্কে ভাবুন এবং নিচের বক্সে আপনার কয়েকটি ধারণা উল্লেখ করুন।

সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্ড়কের বৈশিষ্ট্য

১. শিক্ষাক্রমে বর্ণিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে রচিত।

২.

৩.

৪.

৫.

৬.

পর্ব- গঃ সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম প্রণয়নের উদ্দেশ্যাবলি ও নীতিমালা

যে কোন শিক্ষা কর্মকাণ্ডের মূল নিয়ন্ত্রক হল শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য বিবৃত থাকে যা রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, দার্শনিক ইত্যাদি দিকের আলোকে নির্ধারিত হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য হল কোন বিষয় পঠন-পাঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে তার বর্ণনা। যে কোন বিয়য়ের উদ্দেশ্য নির্ধারণে শিক্ষাবিজ্ঞানে স্বীকৃত কিছু নিয়মকানুন অনুসরণ করা হয় যা নীতিমালা নামে পরিচিত।

মনে করুন আপনি মাধ্যমিক বিদালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের একজন শিক্ষক। আপনি এ স্তরের সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করবেন। এ ক্ষেত্রে আপনার বিবেচনায় সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য প্রণয়নের নীতিমালা কী হওয়া উচিৎ? আপরার প্রদত্ত উত্তর নিজস্ব খাতায় লিখুন এবং বিদ্যালয়ে আপনার সহকর্মী অথবা টিউটোরিয়াল ক্লাশে আপনার সহপাঠীর সাথে আপনার ধারণা বিনিময় ও সুসংগঠিত করুন।

পর্ব- ঘঃ ভাল পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা

শিক্ষাক্রমের ফলপ্রসূ বাস্তবায়নে ভাল পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা অপরিসীম। তাই যে কোন শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পর মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। ভাল পাঠ্যপুস্তক থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই সমানভাবে উপকৃত হতে পারে। মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে আপনার নিজস্ব ধারণার আলোকে নিচের ছকটি পূরণ করুন।

শিক্ষকের জন্য ভাল পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা	শিক্ষার্থীর জন্য ভাল পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা

পর্ব- ৬: শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে অনেকে শিক্ষাক্রম বলতে পাঠ্যপুস্তককে বুঝিয়ে থাকেন। আসলে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক এক নয়। শিক্ষাক্রম ব্যাপক। যে কোন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের একটি ব্যাপক ও কার্যকরী পরিকল্পনা হল শিক্ষাক্রম, আর পাঠ্যপুস্তক হল এর একটি অংশ। তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। নিচের বক্সে উভয়ের কয়েকটি করে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য উল্লেখ করুন।

সাদৃশ্য

বৈসাদৃশ্য

মূল শিখনীয় বিষয়

- ল্যাটিন শব্দ Currere অর্থ হলো ঘোড় দৌড়ের নির্দিষ্ট পথ। ধারণা করা হয় উল্লেখিত ল্যাটিন শব্দটি থেকেই Curriculum শব্দটি এসেছে, যার বাংলা প্রতিশব্দ হলো শিক্ষাক্রম। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম বলতে বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে, বিদ্যালয়ের সযত্ন প্রয়াসে শিক্ষার্থীদের জীবনে সামাজিক আচরণ বিষয়ক যেসব জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, নৈপুণ্য, আগ্রহ, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি অর্জিত হয় এবং যে পদ্ধতিতে অর্জিত হয় তাদের সমষ্টিগত রূপকে বুঝায়।
- একটি নির্দিষ্ট স্তর বা শ্রেণির শিক্ষাক্রমে বর্ণিত নির্দিষ্ট বিষয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর অভিরুচি, বয়স, চাহিদা ও পরিণমনের প্রতি খেয়াল রেখে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করতে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি মোতাবেক তত্ত্ব, তথ্য, উপাত্ত ও বিষয়বস্তু সম্বলিত সুলিখিত, সুবিন্যস্ত ও সংক্ষিপ্ত পুস্তককে পাঠ্যপুস্তক বলে।
- শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বিকাশ সাধন; দেশীয় ও বৈশ্বিক সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন; দক্ষ, সৃজনশীল ও জীবিকা অর্জনোপযোগী শ্রমশক্তি তৈরিকরণে এবং জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতাবোধ, শান্তিকামী ও মানবিক গুণাবলি প্রভৃতি অর্জনের উদ্দেশ্যে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়।
- শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালা বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। এ উপাদানগুলো হলো - শিক্ষাক্রম হবে ব্যাপক আওতাভিত্তিক, মনোবিজ্ঞানসম্মত, সমাজ বিজ্ঞানসম্মত, পেশা গ্রহণের উপযোগী, জীবনকেন্দ্রিক, কর্মকেন্দ্রিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, জাতীয় আদর্শমুখী, নমনীয়, পরিবর্তনশীল, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিমুখী, ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থের সমন্বয়সাধনকারী প্রভৃতি।
- শিক্ষাক্রমের পুঁথিগত দিকগুলো পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমেই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছায়। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের জন্যই ভাল পাঠ্যপুস্তকের ব্যাপক উপযোগিতা রয়েছে। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সুলিখিত বলে পাঠ্যপুস্তক শিক্ষকের জন্য তথ্যের নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। শিক্ষক সুপরিকল্পিতভাবে, যৌক্তিক সময়ে পাঠ্যসূচি সমাপ্ত করে, পরীক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে পারেন। অন্যদিকে শিক্ষার্থীগণ স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে, সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের জন্য গৃহ শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এতে পশ্চাৎপদ, স্বল্প মেধাবী এবং মেধাবী সকল শিক্ষার্থীই উপকৃত হয়। পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে শিক্ষার্থীগণ কাঙ্খিত জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও দক্ষতা অর্জনে সমর্থ হয়।
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের মাঝে অনেকগুলো সাদৃশ্য রয়েছে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের সম্প্রসারণ, দক্ষতার বিকাশসাধন ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা। এতে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়। সমকালীন বাস্তবতা ও সমাজের চাহিদা এতে স্থান লাভ করে। দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ এতে প্রতিফলিত হয়। শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি, মেধা বিকাশে, আত্মনির্ভরশীল ও কর্মমুখী এবং সৃজনশীল উদ্যোগ সৃষ্টিতে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উভয়েরই সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়।

- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে অনেকগুলো বৈসাদৃশ্যও দেখা যায়। এসব বৈসাদৃশ্যের মাঝে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো- (ক) শিক্ষাক্রম একটি শিক্ষাস্তরের রূপরেখা, অন্যদিকে শিক্ষাক্রমের একটি অংশের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়, (খ) শিক্ষাক্রম প্রশস্ত ও ব্যাপক কিন্তু পাঠ্যপুস্তক সংকীর্ণ, (গ) শিক্ষাক্রম হলো কয়েক বছরের কর্মসূচি, অন্যদিকে পাঠ্যপুস্তক হলো একটি নির্দিষ্ট বছরের, নির্দিষ্ট শ্রেণির, নির্দিষ্ট বিষয়ের বিষয়বস্তু, (ঘ) শিক্ষাক্রম বৃক্ষ হলে পাঠ্যপুস্তককে সেই বৃক্ষের শাখা হিসেবে গণ্য করা যায়, (ঙ) শিক্ষাক্রমে বিদ্যালয়ের ভেতরের এবং বাহিরের সকল ধরনের শিক্ষাকর্ম ও অভিজ্ঞতার সমাবেশ ঘটানো হয়, পক্ষান্তরে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ক্রিয়াকলাপ মূলতঃ বিদ্যালয়ের শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক দুটোই সার্থক শিক্ষাদানের অপরিহার্য উপাদান। এদের মাঝে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুটিই পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তকের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

মূল্যায়ন

১. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক কেন এক নয় যুক্তিসহ আপনার মতামত ব্যাখ্যা করুন।
২. পাঠ্যপুস্তক কেন প্রয়োজন? পাঠ্যপুস্তক কীভাবে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করে?
৩. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্কেকের প্রধান পাঁচটি পার্থক্য উল্লেখ করুন।
৪. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের সাদৃশ্য নির্ণয় করুন।
৫. ভাল পাঠ্যপুন্তকের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম কাকে বলে?

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক নির্দেশনায় শিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে শিক্ষাঙ্গণের ভেতরে এবং বাইরে কর্মসূচি অনুযায়ী যে সকল কাজ সম্পাদন করে তাকেই শিক্ষাক্রম বলা হয়। অর্থাৎ শিক্ষাক্রম হলো বিদ্যালয়ের আওতায় ও নির্দেশনায় পরিচালিত সকল কার্যক্রম।

Edgar Bruce Wesley-র মতে, "The Curriculum is an educational instrument, planned and used by the school to effect its purposes". আবার Payne-র মতে, "Curriculum consists of all the situations that school may select and consciously organise for the purpose of developing the personality of its pupils and for making behaviour changes in them."

অর্থ্যা বিদ্যালয়ের ভেতরে এবং বাইরে শিক্ষার্থীদের আচরণগত যেসব পরিবর্তন বিদ্যালয়ের সচেতন প্রয়াসে সংগঠিত হয় তাকেই শিক্ষাক্রম বলে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী তার বিদ্যালয় জীবনে যেসব জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, নৈপুণ্য, আগ্রহ, মানসিক ও শারীরিক শক্তি অর্জন করে এবং যে

পদ্ধতিতে অর্জন করে সবই শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত। অতএব, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম বলতে বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে, বিদ্যালয়ের সযত্ন প্রয়াসে শিক্ষার্থীদের জীবনে সামাজিক আচরণ বিষয়ক যেসব জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, নৈপুণ্য, আগ্রহ, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি অর্জিত হয় এবং যে পদ্ধতিতে অর্জিত হয় তাদের সমষ্টিগত রূপকে বুঝায়।

সম্ভাব্য উত্তর

সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের ধারণা

সকল শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তক হলো প্রধান নির্দেশনা সামগ্রী। একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি বা স্তরের শিক্ষাক্রমে বর্ণিত সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর মেধা, যোগ্যতা, অভিরুচি, বয়স, চাহিদা ও পরিণমনের প্রতি খেয়াল রেখে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে সহজতর ও ফলপ্রসূ করার জন্য সামাজিক বিজ্ঞান-এর নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তত্ত্ব, তথ্য, উপাত্ত ও বিষয়বস্তু সম্বলিত সুলিখিত, সুবিন্যস্ত ও সংক্ষিপ্ত পুস্তককে সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক বলে। পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী শিক্ষাক্রমে চিহ্নিত জ্ঞান ও দক্ষতা সহজেই অর্জন করতে পারে। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হয়।

সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য

- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমে বর্ণিত বিভিন্ন শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বিয়য়বস্তুর ভিত্তিতে রচিত।
- জাতীয় আদর্শ, সংহতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব তেওয়া হয়।
- মানুষ ও সমাজের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সামঞ্জস্যপূর্ণ চিত্র উপস্থাপিত হয়।
- শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট, চাহিদা ও সামর্থের ভিত্তিতে রচিত।
- সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও সমাধানের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য

১. শারীক বিকাশসাধন।
২. মসস্তাত্ত্বিক বিকাশসাধন।
৩. সামাজিক বিকাশসাধন।
৪. কাঙ্খিত নৈতিকতা ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধকরণ।
৫. প্রাত্যাহিক জীবন যাপনে প্রয়োজনীয় সামাজিক যোগ্যতার অবিকারীকরণ।
৬. দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ আন্তর্জাতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধকরণ।
৭. দেশীয় ও বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য জানতে আগ্রহান্বিতকরণ।
৮. সুপ্ত ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশসাধন।
৯. সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনেতিক, রাজনৈতিক ও ভৌগলিক পরিবেশের সাথে পরিচিতি ও সামঞ্জস্য বিধান

১০. দেশীয় ও বৈচিত্রময় বৈশ্বিক সাংস্কৃতিতে অনুরাগ সৃষ্টিকরণ।
১১. সুন্দর চারিত্রিক গুণে গুণান্বিতকরণ।
১২. জীবিকার্জনের উপযোগীকরণ।
১৩. দক্ষ ও সৃজনশীল জনশক্তি তৈরিকরণ।
১৪. আত্মনির্ভরশীল ও বহুমুখী ব্যাক্তিত্বসম্পন্নকরণ।
১৫. পরমতসহিষ্ণু ও উদার মনোভাবের অধিকারীকরণ।
১৬. সামাজিক সংহতি শক্তিশালীকরণে উদ্বুদ্ধকরণ।
১৭. মানবিক গুণাবলি অর্জনে সচেষ্টকরণ।
১৮. সামাজিক পরিবর্তন চিহ্নিতকরণ ও স্বীকৃতিদানে সক্ষমকরণ।
১৯. নাগরিক, সাংবিধানিক ও জাতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীলকরণ।
২০. শান্তিবোধে উদ্দীপ্তকরণ।
২১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপর গুরুত্ব আরোপকরণ।
২২. সমাজ ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে পুরুষ ও নারীর ভূমিকাকে সমানভাবে মূল্যায়নকরণ।

সামাজিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নির্ধারণের নীতিমালা

- এতে জাতীয় আদর্শের বা দর্শনের প্রতিফলন ঘটবে।
- শিক্ষাক্রমের আওতা হবে ব্যাপক।
- মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাদর্শনসম্মত হবে।
- সমাজ বিজ্ঞানসম্মত হবে।
- শিক্ষাক্রমে ব্যক্তি স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থের সমন্বয় ঘটবে।
- ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের স্বীকৃতি থাকবে।
- শিক্ষাক্রম হবে জীবনকেন্দ্রিক।
- বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে।
- শিক্ষার্থীদের পেশা গ্রহণের জন্য প্রস্তুতির সুযোগ থাকবে।
- দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারোপযোগিতা থাকবে।
- শিক্ষাক্রম হবে প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের জন্য জীবনমুখী এবং উচ্চ শিক্ষাগ্রহণকারীদের জন্য প্রস্তুতিকালীন।
- শিক্ষাক্রম কর্মকেন্দ্রিক হবে।
- শিক্ষাক্রম হবে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধসম্পন্ন।
- এতে গঠনমূলক ও আনন্দদায়কভাবে অবসর যাপনের রূপরেখা থাকবে।
- শিক্ষাক্রমে কমিউনিটি কেন্দ্রিকতা থাকবে।
- শিক্ষাক্রম সমাজ ও জনগণের সমকালীন ও ভবিষ্যৎ চাহিদামুখী হবে।
- শিক্ষাক্রম নমনীয়, পরিবর্তনশীল এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী হবে।

শিক্ষকের জন্য ভাল পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা

- বিষয়ের সিলেবাস মোতাবেক এতে যৌক্তিক বিষয়বস্তু ও দিক নির্দেশনা দেয়া হয়।
- শিক্ষকগণ সিলেবাসের কোন অংশকেই অবজ্ঞা করেন না এবং এতে সময়ের অপচয় হয় না।
- শিক্ষককে সংগঠিত ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে শিক্ষাদানে সহায়তা করে।
- এতে বিষয়বস্তুর সোপান সুবিন্যাসিতভাবে উপস্থাপন করা যায়।
- অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকদের দ্বারা সুলিখিত হওয়ার কারণে এটি হলো তথ্যের নির্ভরযোগ্য উৎস।
- ভাল পাঠ্যপুস্তক শিক্ষকের জন্য রেফারেন্স বই হিসেবে কাজ করে।
- এতে নির্দিষ্ট বিষয় সুপরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট পরিসরে উপস্থাপন করা হয় যা শিক্ষককে পাঠদানে সহায়তা করে।
- পাঠ্যপুস্তকে নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতির বিস্তৃত রূপরেখা দেয়া হয়।
- এতে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর (Topic) উপর সুবিস্তৃত উদাহরণ সংযোজিত হয়।
- এতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, বই থেকে সংগৃহীত তথ্য, উপাত্ত ও তত্ত্ব শিক্ষকের পাঠদানে সহায়তা করে।
- পাঠ্যপুস্তক শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ করার নির্দেশনা দান করে।
- নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যসূচি শেষ করতে ও মূল্যায়নে সহায়তা করে।

শিক্ষার্থীদের জন্য ভাল পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা

- অনেক শিক্ষার্থী স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ে পাঠগ্রহণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের জন্য ভাল মানের অনুশীলনী, বিভিন্ন নির্দেশ দেয়া হয় যাতে তারা বিষয়বস্তু পুনরায় পাঠ করতে, সংশোধন, পর্যালোচনা ও স্বমূল্যায়নের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে পারে।
- সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও বোধগম্য ভাষায় বিষয়বস্তু পরিবেশিত হয় বলে শিক্ষার্থীদের বুঝতে অসুবিধা হয় না।
- শিক্ষার্থীগণ জানা থেকে অজানা, সহজ থেকে কঠিন ও যুক্তিসিদ্ধ বিষয়বস্তু রপ্ত করতে পারে।
- প্রত্যেকটি পাঠ্যপুস্তকে কিছু সমাধানকৃত সমস্যা দেয়া থাকে, এতে শিক্ষার্থীগণ অন্যান্য অসমাধানকৃত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উপকৃত হয়।
- পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে শিক্ষার্থীগণ শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াও অনেক সময় কোন বিষয়বস্তু রপ্ত করতে পারে।
- কোন কারণে শিক্ষার্থী ক্লাশে অনুপস্থিত থাকলে পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে উক্ত ক্লাশের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সহজে জ্ঞানার্জন করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের নিজ গৃহে পাঠের ক্ষেত্রে সহায়তা করে।
- শিক্ষার্থীর বয়স, যোগ্যতা, চাহিদা, সম্ভাবনার প্রতি খেয়াল রেখে রচিত হয় বলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন সহজ হয়।
- পাঠ্যপুস্তকে ব্যাপক বিষয়াদি এক একটা শিরোনাম ও উপশিরোনামে, উপশীর্ষে এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু বুঝতে পারে।
- পশ্চাৎপদ, স্বল্প মেধাবী ও মেধাবী সকল শিক্ষার্থী উপকৃত হয়।

- মানচিত্র, ছবি, চার্ট, সারণি প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের বুঝতে সহজ হয়।
- শিক্ষার্থীগণ কাঙ্খিত জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, দক্ষতা, প্রয়োগযোগ্যতা প্রভৃতি অর্জনে সক্ষম হয়।

সমমান রক্ষায় ভাল পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে পশ্চাৎপদ, স্বল্পমেধাবী ও মেধাবী থাকলেও সকলের জন্য পাঠ্যপুস্তক একই মানের হয়ে থাকে।
- পরীক্ষকদের পাঠ্যপুস্তকের সহায়তা নিতে হয়। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নকালে পরীক্ষকগণ পাঠ্যপুস্তকের মানেই তাদের যাচাই করেন।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের সাদৃশ্যসমূহ

- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির দানের জন্য প্রণয়ন করা হয়
- এতে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটে থাকে।
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে সমকালীন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের চাহিদার প্রতিফলন ঘটে।
- শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণযোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়।
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়।
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রভাব পড়ে।
- ধনী, দরিদ্র সকল শ্রেণির মানুষের জন্য একই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়।
- শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঙ্খিত আচরণিক পরিবর্তনের জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়।
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়।
- উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
- জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতাবোধের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়।
- ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি প্রাধান্য দেয়া হয়।
- দেশের সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করার প্রয়াস নেয়া হয়।
- শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রতি জোর দেয়া হয়।
- শিক্ষার্থীর মাঝে গণতান্ত্রিক ও পরমতসহিষ্ণু মূল্যবোধ জাগ্রত করে।
- বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মেধা ও বুদ্ধিমত্তা বিকাশে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বৈসাদৃশ্যসমূহ

শিক্ষাক্রম	পাঠ্যপুস্তক
১. শিক্ষাক্রম একটি শিক্ষাস্তরের রূপরেখা।	১. শিক্ষাক্রমের একটি অংশের পাঠ্যসূচি মোতাবেক পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়।
২. শিক্ষাক্রম প্রশস্ত ও ব্যাপক।	২. পাঠ্যপুস্তক সংকীর্ণ।
৩. শিক্ষাক্রম একটি শিক্ষাস্তরের কয়েক বছরের কর্মসূচি বা ক্রিয়াকর্মের ইঙ্গিত হিসেবে বিবেচিত।	৩. পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত নির্দিষ্ট শ্রেণির নির্দিষ্ট বিষয়ের নির্দিষ্ট সময়ের পাঠের বিষয়বস্তু।
৪. শিক্ষাক্রমকে বৃক্ষ হিসেবে বলা যায়।	৪. পাঠ্যপুস্তককে বৃক্ষের শাখা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।
৫. শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়ন ও বহুমুখী প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়।	৫. পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীর একটি নির্দিষ্ট বিষয় ও দিকের উন্নয়নে সীমাবদ্ধ থাকে।
৬. শিক্ষাক্রম রচিত হয় শিক্ষার্থীর সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে।	৬. পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে।
৭. শিক্ষাক্রমকে কয়েকটি স্তরে (যেমন- উচ্চশিক্ষা, মাধ্যমিক, প্রাথমিক) বিভক্ত করা হয়।	৭. পাঠ্যপুস্তককে স্তরভিত্তিক বিভাজন করা হয় না। এটি হয়ে থাকে শ্রেণিভিত্তিক
৮. শিক্ষাক্রম হলো বিদ্যালয়ের ভেতরের এবং বাইরের সকল ধরনের শিক্ষাকার্যের ও অভিজ্ঞতার সমাবেশ।	৮. পাঠ্যপুস্তকের ক্রিয়াকলাপ মূলত: বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের মাঝেই সীমাবদ্ধ।
৯. শিক্ষাক্রমে মূলতঃ পুঁথিগত বিষয় ও এর বাহিরের বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়।	৯. পাঠ্যপুস্তক মূলত: পুঁথিগত বিষয় সম্বলিত হয়ে থাকে।
১০. খেলাধুলা, সামাজিক কাজ, সংগীত, বিতর্ক, অভিনয় প্রভৃতি সহশিক্ষাক্রম কার্যাবলি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়।	১০. পাঠ্যপুস্তকে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি অন্তর্ভুক্ত হয় না।
১১. শিক্ষাক্রমের সহশিক্ষাক্রমিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে অধিক সৃজনশীলতা পরিলক্ষিত হয়।	১১. সহশিক্ষাক্রমিক কাজের অভাবে পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে স্বল্প সৃজনশীলতা বিকশিত হয়।

ইউনিট- ৬ **অধিবেশন- ২৮**

ইউনিট পরিকল্পনা

ভূমিকা

পরিকল্পনা শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানসম্মত শিক্ষাদানের লক্ষ্যে শিক্ষক অবশ্যই শিক্ষণের পাকিল্পনা করবেন। এই পরিকল্পনা হতে পারে দৈনন্দিন, ইউনিটভিত্তিক অথবা বাৎসরিক। এই অধিবেশনে আপনারা ইউনিট পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

'গেস্টল্ট তত্ত্ব'-র ওপর ভিত্তি করে ইউনিট পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত। এ ধরনের পরিকল্পনার মূল কথা হল আমরা যখন কোন বিষয়ে বোঝার চেষ্টা করি তখন বিষয়টিকে যদি সমগ্রভাবে বোঝার চেষ্টা করি তবে আমাদের উপলব্ধি সহজ হয়, সম্পূর্ণ হয়। যেমন, পরিবার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে সামগ্রিকভাবে এ সম্পর্কে জানা উচিত, এর বিভিন্ন দিকগুলো আলাদাভাবে নয়। অর্থ্যাৎ অংশের সাথে সমগ্রের একটি যোগসূত্র স্থাপন- এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই ইউনিট পরিকল্পনার ধারণা গড়ে উঠেছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- ইউনিট বা একক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায় বলতে পারবেন।
- ইউনিট পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী ইউনিট পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।
- ইউনিট পরিকল্পনার সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ইউনিট পরিকল্পনা ব্যবহার করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ ইউনিট বা একক পরিকল্পনার ধারণা

'ইউনিট' শব্দটির অর্থ 'একক'। তাই একে একক পরিকল্পনাও বলা হয়। ইউনিট বা একক পরিকল্পনা শিক্ষাদান পরিকল্পনার একটি ধরন। সামাজিক বিজ্ঞান পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক হিসেবে আপনি দৈনন্দিন পাঠ পরিকল্পনার পাশাপাশি ইউনিট পরিকল্পনাও করতে পারেন। এতে করে আরও সুসংগঠিত উপায়ে পাঠদান সম্ভব হবে। এ ধরনের পরিকল্পনায় সমগ্র বিষয়কে কয়েকটি সুসঙ্গতিপূর্ণ অংশে ভাগ করে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, এবার ইউনিট পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে আপনার ধারণা সংগঠিত করুন এবং এর বৈশিষ্টগুলো কী সে সম্পর্কে চিন্তা করুন। আপনার ধারণা নিচের খালি জায়গায় উল্লেখ করুন।

পর্ব- খঃ ইউনিট পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপ

প্রতিটি শিক্ষণ পরিকল্পনার নির্দিষ্ট কিছু ধাপ রয়েছে, যেমনটি রয়েছে দৈনন্দিন পাঠ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। এ সকল ধাপ অনুসরণ করে পরিকল্পনা করা হলে পরিকল্পনার ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন অনেকাংশে সহজ হয়। ফলে পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন সহজ হয়।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, এবার ইউনিট পরিকল্পনার ধাপগুলো কী হতে পারে চিন্তা করুন এবং সে অনুযায়ী নিচের ধারাবাহিক চিত্রটি পূরণ করুন।

ইউনিট পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ-

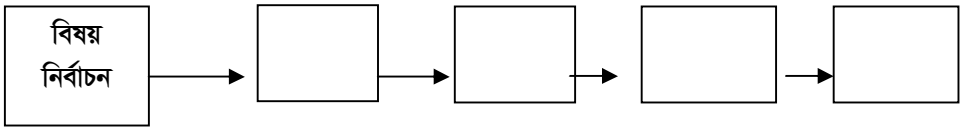

পর্ব- গঃ ইউনিট পরিকল্পনার কাঠামো/ছক

ইউনিট পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দিষ্ট রীতি না কাঠামো রয়েছে। এটি যে কোন একটি বিষয়ের বিয়য়বস্তুর একটি বড় অংশ নিয়ে করা হয়। তাই এ ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রথমে বিষয়ের নির্ধারিত পাঠ্যসূচি ভালভাবে জেনে নিতে হবে। অতপর একে সুবিধাজনক কয়েকটি ইউনিটে ভাগ করে নিতে হবে। এ বিভাজনের সময় বিয়য়বস্তুর ধারাবাহিকতা, সংশ্লিষ্টতা, শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিবেচনায় রাখতে হবে। অতঃপর প্রতিটি ইউনিটকে একাধিক পাঠে বিভাজন করে নিতে হবে। একটি ইউনিটে কতটা সময় ব্যয়িত হবে সেটাও পূর্বেই নির্ধারণ করে নিতে হবে। ইউনিটের এই পরিকল্পনাটি শিক্ষক নিজস্ব নোটবুকে লিখে রাখবেন এবং সে অনুযায়ী পরবর্তীতে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করবেন।

এবার নিচে দেওয়া ইউনিট পরিকল্পনার ছকটি ভাল করে লক্ষ করুন। এর বিভিন্ন ধাপগুলো সম্পর্কে ধারণা তৈরি করুন। এতে কোনদিন কী বিষয় কী উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পাঠ দেওয়া

হবে সে সম্পর্কে উল্লেখ থাকতে হবে। সে সাথে কী পদ্ধতি ও কী উপকরণ ব্যবহার করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে বিবৃত করতে হবে। যদি কোন বিশেষ নির্দেশনা থাকে সেটাও সংক্ষেপে লিখতে হবে। এছাড়া সবগুলো পাঠ উপস্থাপন শেষে পুরো ইউনিটের অর্জিত জ্ঞান পুনরালোচনার মাধ্যমে সমন্বয় ও সারসংক্ষেপ করতে হবে। এতে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি দৃঢ়িভূত হবে। শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সঙ্গতি স্থাপনের মাধ্যমে পুরো ইউনিট সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

ইউনিট পরিকল্পনার ছক

একক নং ..... বিষয় .....

এককের নাম ..... প্রতি পাঠের সময় .....

শ্রেণি ..... মোট পাঠ সংখ্যা .....

তারিখ	পাঠের উদ্দেশ্য	পাঠ্য বিষয়	পাঠদান পদ্ধতি	উপকরণ	মন্তব্য/বিশেষ নির্দেশনা

বি:দ্রঃ বিষয়বস্তুর ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রয়োজন হলে এ ছকটি পরিবর্তন করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, এবার উপরের ছক অনুযায়ী ষষ্ঠ-দশম শ্রেণির যে কোন একটি শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক থেকে একটি বিষয়বস্তু নির্বাচনপূর্বক একটি ইউনিট পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন। আপনার প্রণীত পরিকল্পনাটি সম্পর্কে সহকর্মী/সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করুন। প্রয়োজনে সংশোধন ও পরিমার্জন করুন। আপনার শিক্ষকতার ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মনোভাব তৈরি করুন।

পর্ব- ঘঃ ইউনিট পরিকল্পনার সুবিধা ও অসুবিধা

যে কোন পরিকল্পনার কিছু সুবিধা ও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একজন শিক্ষকের দায়িত্ব হল সীমাবদ্ধতাগুলো যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এ পরিকল্পনার ফলপ্রসূ পয়োগের জন্য প্রচেষ্টা চালানো। ইউনিট পরিকল্পনারও কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। নিচের ছকে এ ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্য এলোমেলোভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্য ধেকে সুবিধা এবং অসুবিধাগুলোর পৃথক তালিকা তৈরি করুন। তারপর শেষে প্রদত্ত সম্ভাব্য উত্তরের সাথে মিলিয়ে দেখুন।

- মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষিত শিক্ষাতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে আস্থা রাখা যায়।
- অর্জিত জ্ঞানকে সমন্বিত আকারে ধরে রাখার ওপর জোর দেয়া হয়।
- ইউনিট পরিকল্পনা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণিঘণ্টা অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।
- শিক্ষকের বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতি বাছাই করার স্বাধীনতা বেশী। শিক্ষককে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়।
- শিক্ষার্থীদের দায়িত্ববোধের বিকাশ ঘটে ও পাঠে আগ্রহী করা সহজ হয়।
- নিয়মিত ক্লাশ না হলে বাস্তবায়নে অসুবিধা হয়।
- কাজের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আছে বলে শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহী হয়।
- পুরো ইউনিটের মাধ্যমে বিষয়টি অবগত হওয়ার সুযোগ থাকে বিধায় পাঠে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়।
- এ পরিকল্পনার জন্য যে পাঠ্যবই, সহায়ক বই ও শিক্ষা উপকরণ প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রে তা সহজলভ্য নয়।
- বিষয়বস্তুর সামগ্রিকতার ওপর বিশেষ উপলব্ধি এবং জ্ঞান অর্জন করে শিক্ষার্থী আনন্দ লাভ করে।
- বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা ও বোধ দীর্ঘস্থায়ীভাবে গড়ে ওঠে।
- শিক্ষকের প্রয়োজনীয় পেশাগত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অন্তদৃষ্টির অভাবে শিক্ষাদান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর অনুষঙ্গ স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

মূল শিখনীয় বিষয়

ইউনিট পরিকল্পনা কী?

শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে অধিকতর ফলপ্রসূ ও আকর্ষণীয় করার জন্য কোন বিয়য়ের নির্দিষ্ট বিষযবৰস্তুকে শিক্ষকগণ নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী সাজিয়ে নিতে পারেন। অর্থাৎ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর পুনর্বিন্যাসের স্বাধীনতা শিক্ষকের আছে। এই ধরনের কাজের জন্য আধুনিককালে শিক্ষাবিদরা ইউনিট পরিকল্পনা প্রয়োগের কথা বলেছেন যা বিভিন্ন গবেষণায় কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই পরিকল্পনায় শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত কতগুলো বিষয়বস্তুকে কোন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে একত্রিত করা হয়। অর্থাৎ এই পরিকল্পনায় সমগ্র বিষয়বস্তুকে প্রথমে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপন করা হয় এবং পরে কয়েকটি মূল এককে ভাগ করা হয়। এমনিভাবে কতগুলো একক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে উপস্থাপন করাকে ইউনিট পরিকল্পনা বলা হয়।

অন্য কথায়, পাঠের সমগ্র বিষয়টিকে একটি একক হিসেবে উপস্থাপনার পর বিষয়টিকে পুনরায় ছোট ছোট এককে বা উপ এককে ভাগ করে পাঠদান করাকে একক পরিকল্পনা বা ইউনিট পরিকল্পনা বলা হয়। এতে পাঠের সামগ্রিক রূপের সাথে ক্ষুদ্র অংশের সম্পর্ক অনুধাবন এবং সমন্বয় সাধন করা সহজ হয়। যেমন নবম-দশম শ্রেণির পৌরনীতি বিষয়ের সংবিধান অধ্যায়টি প্রথমে একটি ইউনিট হিসেবে ধরে নিয়ে একে কলেবর অনুযায়ী কয়েকটি উপ ইউনিটে বা একেকে ভাগ করে নিয়ে উউনিট পরিকল্পনা করা যায়। এতে শিক্ষক হিবেবে আপনি ইউনিট সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা দিবেন। অতপর ইপ-ইউনিটগুলো পাঠদান করবেন।

সাধারণত একটি এককের/ইউনিটের মধ্যে অনেকগুলো পাঠ থাকতে পারে। অর্থাৎ একটি একক সাধারণত দৈনিক পাঠের চেয়ে বড় হয়। আবার কোন কোন সময় সম্পূর্ণ একক বা ইউনিট একটি দৈনিক পাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

ইউনিট পরিকল্পনার ধাপসমূহ

ইউনিট পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হয়। ধাপগুলো হলো:

প্রথম ধাপ: বিষয় নির্বাচন

শিক্ষার্থীদের চাহিদা, আগ্রহ, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন অনুসারে বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে একটি বিষয় নির্বাচন করতে হয়। এটি কোন ধারণা বা অধ্যায় কেন্দ্রিক হতে পারে।

দ্বিতীয় ধাপঃ উদ্দেশ্য নিরূপণ

পাঠে দুই ধরনের উদ্দেশ্য থাকে। সাধারণ উদ্দেশ্য এবং বিশেষ উদ্দেশ্য বা আচরণিক উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে আচরণিক উদ্দেশ্যসমূহের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

তৃতীয় ধাপঃ পাঠ্য বিষয় সংগঠন বা বিভাজন

এই ধাপে মূলত নির্বাচিত বিষয়ের পাঠ বিভাজন করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি বিবেচনা করে তাদের পূর্বজ্ঞান, বিষয়বস্তুর জটিলতার ক্রম, মূল্যায়নের পর্যায় বিবেচনা করতে হয়। সাথে সাথে পাঠকে কার্যকর ও আকর্ষণীয় করার জন্য যথাযথ পদ্ধতি ও পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ নির্বাচন করতে হয় ও তা লিপিবদ্ধ করতে হয়।

চতুর্থ ধাপঃ পুনরালোচনা ও উপসংহার

এই ধাপে ইউনিটের অর্জিত জ্ঞান সমন্বয় করতে হয়। শিক্ষার্থী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ধারণার সারাংশ তৈরিতে অর্জিত জ্ঞানের সম্ভাব্য ব্যবহারিক ক্ষেত্র নির্বাচন করবে, সম্মিলিতভাবে আলোচনা ও মত বিনিময়ে অভ্যস্ত হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবে। তাদের মধ্যে মূল্যবোধ দৃঢ় হবে এবং সামাজিক সচেতনতার সৃষ্টি হবে।

পঞ্চম ধাপঃ মূল্যায়ন

পাঠগুলো সমাপ্তির পর সম্পূর্ণ এককটির উপর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাইয়ের জন্য শিক্ষক এই ধাপে একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চিহ্নিত, অভীক্ষা প্রস্তুত ও প্রয়োগ করবেন।

ইউনিট পরিকল্পনার সুবিধা

- মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষিত শিক্ষাতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে আস্থা রাখা যায়।
- অর্জিত জ্ঞানকে সমন্বিত আকারে ধরে রাখার ওপর জোর দেয়া হয়।
- শিক্ষকের বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতি বাছাই করার স্বাধীনতা বেশী।
- শিক্ষার্থীদের দায়িত্ববোধের বিকাশ ঘটে ও পাঠে আগ্রহী করা সহজ হয়।
- কাজের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আছে বলে শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহী হয়।
- প্রতি ইউনিটের মাধ্যমে বিষয়টি অবগত হওয়ার সুযোগ থাকে বিধায় পাঠে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়।
- বিষয়বস্তুর সামগ্রিকতার ওপর বিশেষ উপলব্ধি এবং জ্ঞান অর্জন করে শিক্ষার্থী পরম আনন্দ লাভ করে।
- বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা ও বোধ দীর্ঘস্থায়ীভাবে গড়ে ওঠে।
- শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর অনুষঙ্গ স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

ইউনিট পরিকল্পনা প্রয়োগের অসুবিধা

- শিক্ষককে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়।
- এ পরিকল্পনার জন্য যে পাঠ্যবই, সহায়ক বই ও শিক্ষা উপকরণ প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রে তা সহজলভ্য নয়।
- শিক্ষকের প্রয়োজনীয় পেশাগত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অন্তদৃষ্টির অভাবে শিক্ষাদান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- ইউনিট পরিকল্পনা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণিঘণ্টা অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।
- নিয়মিত ক্লাশ না হলে বাস্তবায়নে অসুবিধা হয়।

একটি একক/ইউনিট পরিকল্পনার উদাহরণ

একক নং:	বিষয়: সামাজিক বিজ্ঞান
এককের নাম: অর্থনীতির দুইটি মৌল বিষয়: অভাব ও উপযোগ	প্রতি পাঠের সময়: ৪০ মিনিট
শ্রেণি: ষষ্ঠ	মোট পাঠ সংখ্যা: ০৪ টি

তারিখ	পাঠের উদ্দেশ্য	পাঠ্য বিষয়	উপকরণ	পাঠদান পদ্ধতি	মন্তব্য/বিশেষ নির্দেশনা
	-অভাব কী তা বলতে পারবে। -অভাব পূরণের জন্য করণীয় কাজের উল্লেখ করতে পারবে। -উদাহরণের মাধ্যমে অভাবের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	অভাবের ধারণা ও অভাবের বৈশিষ্ট্য	অভাবের উদাহরণ লিখিত পোস্টার, অভাব সংক্রান্ত কেইস স্টাডি, অভাবের বৈশিষ্ট্য ও তার উদাহরণ, লিখিত চার্ট	সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, কেইস স্টাডি বিশ্লেষণ, প্রশ্ন-উত্তর, জোড়ায় আলোচনা	শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং প্রয়োজনে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে।
	-দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে অভাবের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করতে পারবে। -উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকার অভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	অভাবের শ্রেণিবিভাগ	অভাবের শ্রেণিবিভাগ লিখিত চার্ট, বিভিন্ন ধরনের অভাবের উদাহরণ, লিখিত চার্ট	সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, প্রশ্ন-উত্তর, তালিকাকরণ দলীয় কাজ, শ্রেণি বিন্যস্তকরণ	শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং প্রয়োজনে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে।

	-উপযোগ কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। -উদাহরণের সাহায্যে অভাব ও উপযোগের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে। -বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয়ক্ষেত্রে উপযোগের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। -ব্যক্তি ও সময়ভেদে উপযোগের তারতম্য উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারবে।	উপযোগের ধারণা	উপযোগের সংজ্ঞা ও উদাহরণ, লিখিত পোস্টার, অভাব ও উপযোগের পার্থক্য লিখিত চার্ট	বক্তৃতা, প্রশ্ন-উত্তর, মাথা খাটানো ও দলীয় আলোচনা	শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং প্রয়োজনে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে।
	মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ কী তা বলতে পারবে। উদাহরণের সাহায্যে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।	মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের ধারণা	মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের উদাহরণ, লিখিত চার্ট, পাঠ্যপুস্তকের তালিকা, লিখিত পোস্টার, মোট ও প্রান্তিক উপযোগ সংক্রান্ত সমস্যা	চার্ট ও বোর্ডের লেখা প্রদর্শনীর মাধ্যমে বক্তৃতা, প্রশ্ন-উত্তর, দলীয় কাজ	শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং প্রয়োজনে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে।
	মূল্যায়ন		অগ্রগতি অভীক্ষা (সংক্ষিপ্ত- উত্তর প্রশ্ন)	শ্রেণি পরীক্ষা	

বি:দ্রঃ বিষয়বস্তুর ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রয়োজন হলে এ ছকটি পরিবর্তন করা যেতে পারে।

একটি বার্ষিক একক পরিকল্পনার ছক

শ্রেণি: ..... বিষয়: .....

প্রথম পর্ব: ..... থেকে ..... পর্যন্ত: ..... পিরিয়ড: ..... টি একক

দ্বিতীয় পর্ব: ..... থেকে ..... পর্যন্ত: ..... পিরিয়ড: ..... টি একক

তৃতীয় পর্ব: .....থেকে ..... পর্যন্ত: ..... পিরিয়ড: ..... টি একক

পর্ব	মূল একক	উপ একক	পিরিয়ড সংখ্যা	একক ভিত্তিক মোট পিরিয়ড সংখ্যা	মন্তব্য

মূল্যায়ন

১. সামাজিক বিজ্ঞানের যে কোন শ্রেণির পাঠ্রপুস্তকের যেকোন একটি অংশ নিয়ে একটি ইউনিট পরিকল্পনা তৈরি করুন।
২. ইউনিট পরিকল্পনা শিক্ষণ ও শিখনে কীভাবে সহায়ক হতে পারে বর্ণনা করুন।
৩. ইউনিট পরিকল্পনার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করুন।
৪. ইউনিট পরিকল্পনার ধাপগুলো ব্যবখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

ইউনিট পরিকল্পনার ধারণা

পাঠের সমগ্র বিষয়টিকে একটি একক হিসেবে উপস্থাপনের পর বিষয়টিকে পুনরায় ছোট ছোট এককে বা উপ এককে ভাগ করে পাঠদান করাকে ইউনিট বা একক পরিকল্পনা বলা হয়। অন্য কথায়, কতগুলো একক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পাঠ্যক্রমের একটি বিষয়বস্তু প্রথমে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপনের পর একে ছোট ছোট এককে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা হল ইউনিট পরিকল্পনা। এতে বিষয়বস্তুসহ শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি উল্লেখ থাকে।

ইউনিট পরিকল্পনার ধাপ

একক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হয়। ধাপগুলো হলো:

প্রথম ধাপ: বিষয় নির্বাচন

দ্বিতীয় ধাপ: উদ্দেশ্য নিরূপণ

তৃতীয় ধাপ: পাঠ্য বিষয় সংগঠন বা বিভাজন

চতুর্থ ধাপ: পুনরালোচনা ও উপসংহার

পঞ্চম ধাপ: মূল্যায়ন।

ইউনিট পরিকল্পনার সুবিধা

- মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষিত শিক্ষাতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে আস্থা রাখা যায়।
- অর্জিত জ্ঞানকে সমন্বিত আকারে ধরে রাখার ওপর জোর দেয়া হয়।
- শিক্ষকের বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতি বাছাই করার স্বাধীনতা বেশী।
- শিক্ষার্থীদের দায়িত্ববোধের বিকাশ ঘটে ও পাঠে আগ্রহী করা সহজ হয়।
- কাজের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আছে বলে শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহী হয়।

- প্রতি ইউনিটের মাধ্যমে বিষয়টি অবগত হওয়ার সুযোগ থাকে বিধায় পাঠে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়।
- বিষয়বস্তুর সামগ্রিকতার ওপর বিশেষ উপলব্ধি এবং জ্ঞান অর্জন করে শিক্ষার্থী পরম আনন্দ লাভ করে।
- বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা ও বোধ দীর্ঘস্থায়ীভাবে গড়ে ওঠে।
- শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর অনুষঙ্গ স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

ইউনিট পরিকল্পনা প্রয়োগের অসুবিধা

- শিক্ষককে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়।
- এ পরিকল্পনার জন্য যে পাঠ্যবই, সহায়ক বই ও শিক্ষা উপকরণ প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রে তা সহজলভ্য নয়।
- শিক্ষকের প্রয়োজনীয় পেশাগত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অন্তদৃষ্টির অভাবে শিক্ষাদান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- ইউনিট পরিকল্পনা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণিঘণ্টা অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

ইউনিট- ৬ **অধিবেশন- ২৯**

অণুশিক্ষণ এর মাধ্যমে শিক্ষণ পদ্ধতি পরখ করা- ২

ভূমিকা

অণুশিক্ষণ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Microteaching। Micro শব্দের অর্থ হল খুব ছোট অর্থ্যাৎ অণু এবং Teaching শব্দের অর্থ শিক্ষণ। অতএব শব্দগত অর্থে অণুশিক্ষণ বলতে বোঝায় ক্ষুদ্র পরিসরের শিক্ষণ। বিএড প্রোগ্রামের অনুশীলন পাঠের ক্ষেত্রে অনুশিক্ষণ একটি বহুল ব্যবহৃত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। মনোবিজ্ঞানের 'প্রচেষ্টা' ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির ওপর এটি প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষণের এক একটি দিকের ওপর পৃথক অনুশীলন করানোর মাধ্যমে বাস্তবায়নের শিক্ষা দেওয়ার জন্য অণুশিক্ষণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ১৯৬৩ সালে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এ শিক্ষণ পদ্ধতিটি উদ্ভাবিত হয়। পদ্ধতিটির সার্থক প্রয়োগ করতে কিছুটা সময় লাগে। ১৯৬৮ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এ পদ্ধতিটির প্রয়োগ শুরু হয়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- অণুশিক্ষণের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- অণুশিক্ষণের দক্ষতাগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- অণুশিক্ষণের পর্যায়/চক্র বর্ণনা করতে পারবেন।
- অণুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠদান পদ্ধতি পরখের দক্ষতা অর্জন করবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ অণুশিক্ষণ পরিচিতি

আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের ধরণা অনুযায়ী কার্যকরী শিক্ষণ-শিখনের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ধাপ রয়েছে। এ সকল দিকের ফলপ্রসু বাস্তবায়নের ওপর শিক্ষণের সার্বিক সফলতা নির্ভর করে। শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির মূল নিয়ন্ত্রক হিসেবে শিক্ষকের অবশ্যই এগুলো বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে। অণুশিক্ষণ শিক্ষকের এ সকল দক্ষতা অর্জন করানোর একটি অন্যতম কৌশল।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, ইতোপূর্বে অপনারা অণুশিক্ষণ সম্পর্কে ধারণা পেযেছেন। এবার অণুশিক্ষণ বলতে কী বুঝায় সে সম্পর্কে মনে করুন এবং সংক্ষেপে নিচের বক্সে আপনার ধারণাটি উল্লেখ করুন।

অণুশিক্ষণের ধারণা

পর্ব- খঃ অণুশিক্ষণের কৌশল

এ পর্বে প্রশিক্ষক অণুশিক্ষণের কৌশলগুলো প্রশিক্ষণার্থীদের মনে করে নিজ নিজ খাতায় লিখতে বলবেন। প্রতিনিধিত্বমূলক উত্তর আদায় করবেন।

পর্ব- গঃ অণুশিক্ষণের দক্ষতা বা কৌশল

অণুশিক্ষণ মূলত শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতার সৃষ্টি ও উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শিক্ষণ দক্ষতার বিভিন্ন দিক রয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক হিসেবে এবার অপনি ভেবে দেখুন একজন শিক্ষকের সার্বিক শিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হলে শিখন-শিখন কার্যাবলির কোন কোন ক্ষেত্রের দক্ষতা বৃদ্ধিতে অণুশিক্ষণ ব্যবহার করা যেতে পারে? আপনার চিহ্নিত দক্ষতার আলোকে নিচের মাইন্ড ম্যাপটি তৈরি করুন।

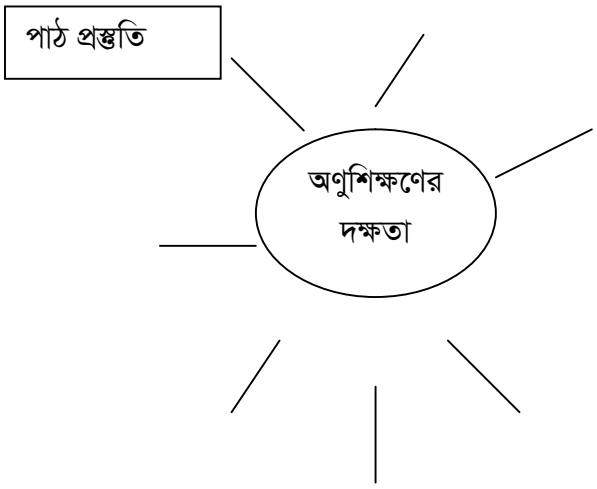

পর্ব- ঘঃ অণুশিক্ষণের স্তর/চক্র

অণুশিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে এক গুচ্ছ কাজ। এ কাজগুলো সমান্তরাল ধারায় বাস্তবায়িত না হয়ে ধাপে ধাপে হয়ে থাকে এবং অণুশিক্ষণের পুরা কাজটি চক্রাকারে পরিচালিত হয়। নিচে অণুশিক্ষণ প্রক্রিয়ার একটি চক্র উপস্থাপিত হল। অণুশিক্ষণের ধাপ বা স্তরগুলো কী হতে পারে চিন্তা করুন এবং কোন স্তরে কোনটি করা প্রয়োজন নিচের ছকে উল্লেখ করুন।

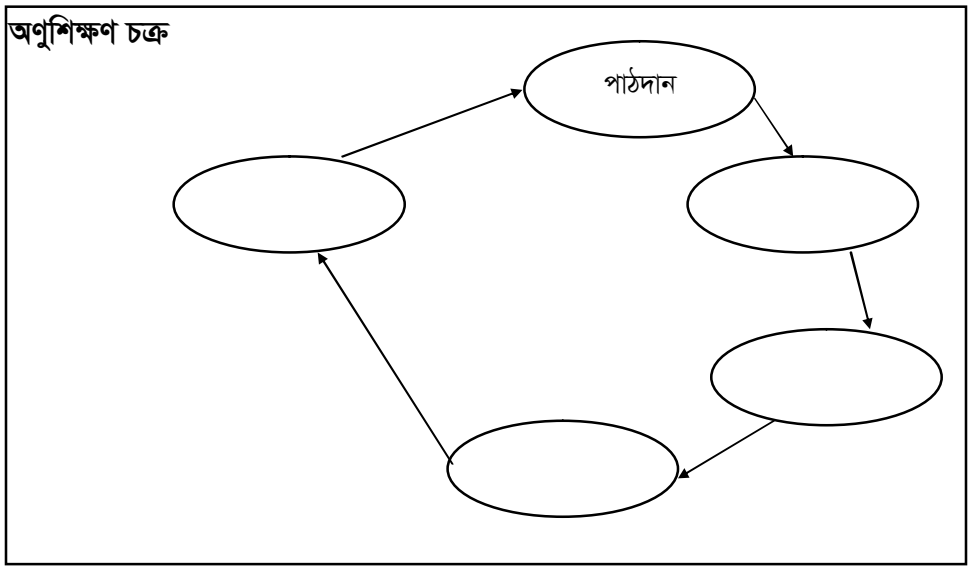

পর্ব- ৬: অণুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠদান পদ্ধতি পরখ করা

অণুশিক্ষণের একটি অন্যতম ধাপ হল ফলাবর্তন। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীর পাঠদান পদ্ধতি পরখ করে মানোন্নয়নের জন্য এই ফলাবর্তন দিয়ে থাকেন। এজন্য প্রশিক্ষক পূর্বেই অণুশিক্ষণের একটি পরিকল্পনা করবেন এবং চিহ্নিত দিক পর্যবেক্ষণের জন্য একটি মূল্যায়ন ছক তৈরি করবেন। মূল্যায়ন চেকলিষ্ট ছাড়া পর্যবেক্ষণ ফলপ্রসূ হবে না। নিচে পাঠদানের প্রাথমিক ধাপ **পাঠ সূচনা করার কৌশল** এর উপর একটি অণুশিক্ষণ মূল্যায়ন ছক দেওয়া হল। ছকটি পড়ুন এবং কিছু সংযোজন, বিয়োজন বা পরিমার্জনের প্রয়োজন হলে করুন।

অণুশিক্ষণের মূল্যায়ন ছক

তারিখ:

পাঠ সূচনা করা কৌশল **প্রথম ও দ্বিতীয় অনুশীলন**

শিক্ষকের নাম:

		কম			বেশী		
১.	শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং আগ্রহ কতটা যাচাই করা হয়েছে?	১	২	৩	৪	৫	৬ ৭
২.	নতুন পাঠকে কিভাবে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সুসমন্বিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে?	১	২	৩	৪	৫	৬ ৭
৩.	শিক্ষকের বক্তব্য কতটা প্রাসঙ্গিক এবং সুস্পষ্ট ছিল?	১	২	৩	৪	৫	৬ ৭
৪.	শিক্ষোপকরণ ও অন্যান্য কলা কৌশল কতটা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে?	১	২	৩	৪	৫	৬ ৭
৫.	সামগ্রিকভাবে পাঠের সূচনা কিরূপ ছিল?	১	২	৩	৪	৫	৬ ৭
৬.	অন্য কোন বিশেষ কৌশল যদি থাকে?	১	২	৩	৪	৫	৬ ৭

সামগ্রিক মন্তব্য:

নির্দেশনা: সমালোচনা ও মতামতের প্রেক্ষিতে পাঠটি নতুন করে পরিকল্পনা করবেন এবং পাঠদান করবেন যতক্ষণ না মুখ্য কৌশলটি আয়ত্ত্ব করতে পারবেন।

এবার উপরিল্লিখিত ছক অনুসরণে এবং আপনার অর্জিত ধারণার আলোকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর অণুশিক্ষণের মূল্যায়ন ছক প্রস্তুত করুন।

১. শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও কৌশল
২. প্রশ্নকরণ
৩. উপকরণের ব্যবহার।

আপনার প্রণীত ছক নিয়ে টিউটোরিয়াল ক্লাশে সহপাঠী প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনা করুন। প্রণীত ছক ব্যবহার করে টিউটোরিয়াল সেশনের সময় সহপাঠীদের প্রদত্ত অণুশিক্ষণ পরখ করে ছক পূরণ করুন ও ছক পূরণ করুন। মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশের একটি তালিকা প্রণয়ন করে তার সাথে আলোচনা করুন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিন। আপনার পাঠদানের সময় চিহ্নিত দুর্বলতাগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকুন।

মূল শিখনীয় বিষয়

অণুশিক্ষণের ধারণা

শিক্ষণের সবগুলো কৌশল একবারে আয়ত্ত না করে অনুশীলনের মাধ্যমে মাত্র একটি করে কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রমকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক ভাবে অনুশীলন করাই অণুশিক্ষণ। 'প্রচেষ্টা' ও 'ভুল' এ পদ্ধতি অবলম্বনে একটি একটি করে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের শিক্ষা দেয়াই অণুশিক্ষণের প্রধান কাজ। ১৯৬৩ সালে আমেরিকার স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এ শিক্ষণ পদ্ধতিটি উদ্ভাবিত হয়। পদ্ধতিটির সার্থক প্রয়োগ করতে কিছুটা সময় লাগে। ১৯৬৮ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এ পদ্ধতিটির প্রয়োগ শুরু হয়। সে সময় এ প্রক্রিয়াকে দু'টি ভাগ করা হত।

⇒ পরিকল্পনা - শিক্ষণ - পর্যবেক্ষণ (Plan - Teach - Observe)
⇒ পুন:পরিকল্পনা - পুনর্শিখন - পুনপর্যবেক্ষণ (Replan - Reteach - Reobserve)

অণুশিক্ষণ কৌশল

ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত ১৪ টি কৌশল –

১. পাঠ প্রস্তুতি
২. উদ্দীপনার তারতম্য
৩. সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রশ্ন
৪. বলবৃদ্ধিকরণ
৫. প্রশ্নকরণে দ্রুততা
৬. উচ্চমানের প্রশ্নের ব্যবহার
৭. বিভিন্নমুখী প্রশ্ন
৮. সমাপ্তিকরণ পদ্ধতি
৯. শিক্ষকের নিরবতা ও ভাষাহীন ইঙ্গিত
১০. মনোযোগী আচরণের স্বীকৃতি
১১. বিশদকরণ ও উদাহরণের ব্যবহার
১২. বক্তৃতাকরণ বা বাচনভঙ্গি
১৩. পরিকল্পিত পুনরুক্তি
১৪. সংযোগের সম্পূর্ণতা সাধন।

ক্যালিফোর্নিয়ার ফার ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও ৪টি দক্ষতা–

১৫. শ্রবণ দর্শন উপকরণের ব্যবহার
১৬. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের প্রাণবন্ততা
১৭. দলগত আলোচনায় উৎসাহব্যঞ্জক ইঙ্গিত
১৮. শিক্ষকের ব্যাখ্যা।

অণুশিক্ষণের স্তর/ চক্র

অণুশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি চক্রাকারে অবর্তিত হয়। এ পক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত স্তরগুলো হল:

১. **পাঠদান:** প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষকের সামনে নির্ধারিত বিষয়ের ওপর কমপক্ষে ৫/৬ মিনিটের একটি পাঠ দিবেন।
২. **ফলাবর্তন:** প্রশিক্ষক পর্যবেক্ষণ করে ভুলত্রুটি চিহ্নিত করে সংশোধনের পরামর্শ দিবেন।
৩. **পুনঃপরিকল্পনা:** প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী পুনরায় পাঠদানের পরিকল্পনা করবেন।
৪. **পুনঃশিখন:** নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী পুনরায় পাঠ দিবেন।
৫. **পুনঃফলাবর্তন:** প্রশিক্ষক পুনরায় পাঠ পর্যবেক্ষণ করবেন ও ফলাবর্তন দিবেন।

স্বমূল্যায়ন

১. অণুশিক্ষণ পদ্ধতিটির সুবিধা কী?
২. অণুশিক্ষণ পদ্ধতিটির অসুবিধা কী?
৩. অণুশিক্ষণ কীভাবে আপনার শিক্ষণ পদ্ধতির মানোন্নয়নে সহায়ক হতে পারে।
৪. অণুশিক্ষণের পর্যায়গুলো ব্যাখ্যা করুন।
৫. ফলাবর্তন ও পুনঃফলাবর্তনের পার্থক্য কী। এদের উপকারিতা ব্যাখ্যা করুন।
৬. সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষক হিসেবে কোন কোন ক্ষেত্রে আপনার শিক্ষণ দক্ষতা অণুশিক্ষণের মাধ্যমে বাড়ানো যায় তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

৭. সম্ভাব্য উত্তর

অণুশিক্ষণের ধারণা

শিক্ষণের সবগুলো কৌশল একবারে আয়ত্ত না করে অনুশীলনের মাধ্যমে মাত্র একটি করে কৌশল আয়ত্ত করাকে বলে অণুশিক্ষণ। অর্থ্যাৎ সমগ্র শিক্ষণ কার্যক্রমকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক ভাবে অনুশীলন করাই অণুশিক্ষণ। এ পদ্ধতিতে একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক ৫/৬ মিনিট শিক্ষাদানের এক একটি অংশের উপর অনুশীলনের মাধমে দক্ষতাটি আয়ত্ত করার চেষ্টা করে। শিক্ষক প্রশিক্ষক শিক্ষণের ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীকে শুধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। প্রশিক্ষণার্থী সে অনুযায়ী আবার শিক্ষা দেন। এভাবে এ বিশেষ দিকের ওপর তার শিক্ষণ দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে।

অণুশিক্ষণের কৌশল

এ ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের এক একটি মৌলিক দক্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যেমন: পাঠ প্রস্তুতি, শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি, সার্থক প্রশ্নকরণ, বলবৃদ্ধিকরণ, দলগত আলোচনায় উৎসাহদান, পাঠে সক্রিয়করণ, নিরাময়মূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি।

ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত ১৪ টি অণুশিক্ষণ কৌশল হল:

১. পাঠ প্রস্তুতি	৮. সমাপ্তিকরণ পদ্ধতি
২. উদ্দীপনার তারতম্য	৯. শিক্ষকের নিরবতা ও ভাষাহীন ইঙ্গিত
৩. সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রশ্ন	১০. মনোযোগী আচরণের স্বীকৃতি
৪. বলবৃদ্ধিকরণ	১১. বিশদকরণ ও উদাহরণের ব্যবহার
৫. প্রশ্নকরণে দ্রুততা	১২. বক্তৃতাকরণ বা বাচনভঙ্গি
৬. উচ্চমানের প্রশ্নের ব্যবহার	১৩. পরিকল্পিত পুনরুক্তি
৭. বিভিন্নমুখী প্রশ্ন	১৪. সংযোগের সম্পূর্ণতা সাধন

অণুশিক্ষণ চক্র

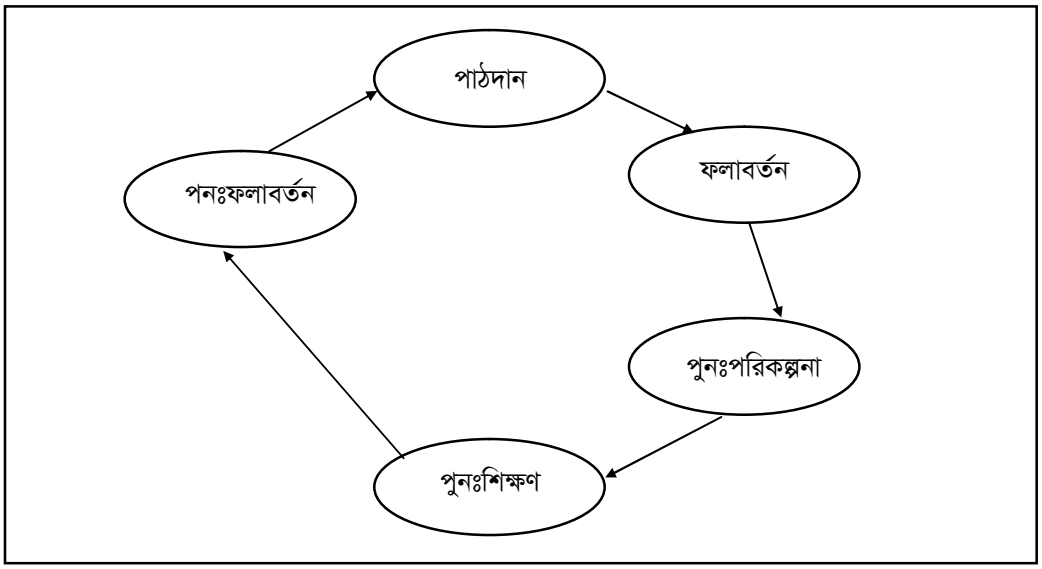

ইউনিট- ৬ অধিবেশন- ৩০

ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষণ পদ্ধতি পরখ করা- ২

ভূমিকা

সিমুলেশন পাঠদানের দক্ষতা উন্নয়নের একটি বিশেষ কৌশল। অণুশিক্ষণের ন্যায় এটিও যে কোন শিক্ষক শিক্ষণ প্রোগ্রামের অনুশীলন পাঠ এর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে কোন চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠদানের যে কোন ক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা ও দক্ষতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। মোট কথা শিক্ষণের যে কোন নতুন বা পুরাতন দিক নিয়েই ছদ্ম শিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- ছদ্মশিক্ষণ (সিমুলেশন) এর ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল আয়ত্ত করার কাজে ছদ্ম শিক্ষণের কৌশল চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ছদ্ম শিক্ষণের মূল্যায়ন শীট তৈরি করতে পারবেন।
- 'মাইন্ড ম্যাপিং' পদ্ধতিটি ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে পরখ করতে সক্ষম হবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ ছদ্ম শিক্ষণের ধারণা ও গুরুত্ব

ইংরেজি Simulation শব্দটির বাংলা অর্থ হল ছদ্মশিক্ষণ। 'ছদ্ম' শব্দের অর্থ হল কৃত্তিম। অতএব শব্দগত অর্থে ছদ্ম শিক্ষণ হল বাস্তব বা কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টিকরণের মাধ্যমে যে শিক্ষণ দেওয়া হয় তাকে বুঝায়। টিউটোরিয়াল ক্লাশে এবং চূড়ান্ত অনুশীলন পাঠ উপস্থাপনের সময় আপনারা এ পদ্ধতিতে অনুশীলন পাঠ দিয়ে থাকেন।

আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে কেন অনুশীলন পাঠ গুরুতপূর্ণ সে সম্পর্কে আপনার ধারণা নিচের বক্সে উল্লেখ করুন।

পর্ব- খঃ ছদ্ম শিক্ষণের কৌশল

বি এড প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে আপনারা ইতোমধ্যে আবশ্যকীয় কোর্স পেশাগত বিষয়াবলি ও অন্যান্য কোর্স থেকে ছদ্ম শিক্ষণ সম্পর্কে জেনেছেন। এর প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কেও বাস্তব ধারণা পেয়েছেন। কৌশল হল কোন কিছুর প্রয়োগ পদ্ধতি। আপনারা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন ছদ্ম শিক্ষণ বাস্তবায়নে বেশ কয়েকটি ধাপ বা কৌশল অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়। আপনার প্রাপ্ত ধারণার আলোকে এবং সহপাঠী প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এবার ছদ্ম শিক্ষণের কৌশলগুলো ধারাবাহিকভাবে মনে করার চেষ্টা করুন এবং সে অনুযায়ী নিচের ছকে উল্লখিত ছদ্ম শিক্ষণের কৌশল সম্পর্কিত বক্তব্যগুলোতে ক্রমিক নম্বর বসান।

কৌশল	ক্রমিক নং
অন্য সকল প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষার্থীরূপে শ্রেণীকক্ষে অংশগ্রহণ।	
শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টিকরণ।	১
২/৩জন প্রশিক্ষণার্থীর পর্যবেক্ষক হিসেবে মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে শিখন কাজ পর্যবেক্ষণ।	
প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক পাঠ উপস্থাপন।	
বিশেষ কোন মন্তব্য থাকলে খোলা মন নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা করা।	
অধিবেশন শেষে সবার মূল্যায়ন ছক ও দলগত আলোচনার মাধ্যমে পাঠের সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিতকরণ।	
মানোন্নয়নের সুপারিশকরণ।	৭

এবার সম্ভাব্য উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

পর্ব- গঃ ছদ্ম শিক্ষণের মূল্যায়ন শীট সম্পর্কে ধারণা

অণুশিক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের জন্য যেমন মূল্যায়ন শীট তৈরি করে নিতে হয় তেমনি ছদ্ম শিক্ষণ মূল্যায়নের জন্য পূর্বেই একটি মূল্যায়ন ছক তৈরি করে নিতে হবে। এ ছকের ভিত্তিতে পরবর্তীতে পাঠদান পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে ছদ্ম শিক্ষণের ক্ষেত্রে মূল্যাায়ন শীট হবে সামগ্রিক আর অণু শিক্ষণের ক্ষেত্রে এ ছক হবে এক একটি দক্ষতাভিত্তিক।

নিচে ছদ্ম শিক্ষণের একটি মূল্যায়ন ছক উপস্থাপিত হল। ছকটি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করুন ও প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করুন।

TP-1 এর মূল্যায়ন ছক তারিখ:

প্রথম ছদ্মশিক্ষণ ও দ্বিতীয় ছদ্মশিক্ষণ

	শিক্ষকের নাম:	কম	বেশী
১.	প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পরিবেশ কতটুকু সৃষ্টি করতে পেরেছেন?	১ ২ ৩ ৪	৫ ৬ ৭
২.	প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক পূর্বজ্ঞান কতটুকু যাচাই করতে পেরেছেন?	১ ২ ৩ ৪	৫ ৬ ৭
৩.	পাঠ উপস্থাপনা কতটা কার্যকরী হয়েছে?	১ ২ ৩ ৪	৫ ৬ ৭
৪.	বক্তব্য প্রাসঙ্গিক ছিল কি?	১ ২ ৩ ৪	৫ ৬ ৭
৫.	উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কি?	১ ২ ৩ ৪	৫ ৬ ৭
৬.	প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরূপে অংশগ্রহণ কতটুকু সফল হয়েছে?	১ ২ ৩ ৪	৫ ৬ ৭

ওপরের ছকের অনুরূপ আরেকটি ছদ্ম শিক্ষণ মূল্যায়ন ছক প্রণয়ন করুন এবং প্রণীত ছকটি ব্যবহার করে আপনার টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে ছদ্ম শিক্ষণ চলাকালীন সময়ে একজন সহপাঠী শিক্ষার্থীর পাঠদান পর্যবেক্ষণ করুন ও মানোন্নয়নের সুপারিশের একটি তালিকা তৈরি করুন।

পর্ব- ঘঃ ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতি পরখ করা

অংশগ্রহণমূলক সমস্যা সমাধান পদ্ধতির একটি উপ-পদ্ধতি হিসেবে ''মাইন্ড ম্যাপিং'' সম্পর্কে প্রশিক্ষক শ্রেণিকক্ষে একটি সিমুলেশন ক্লাশের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠ উপস্থাপনায় মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতিটি প্রয়োগ করতে বলবেন। বিষয়বস্তু হবে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞান বিষয় থেকে।

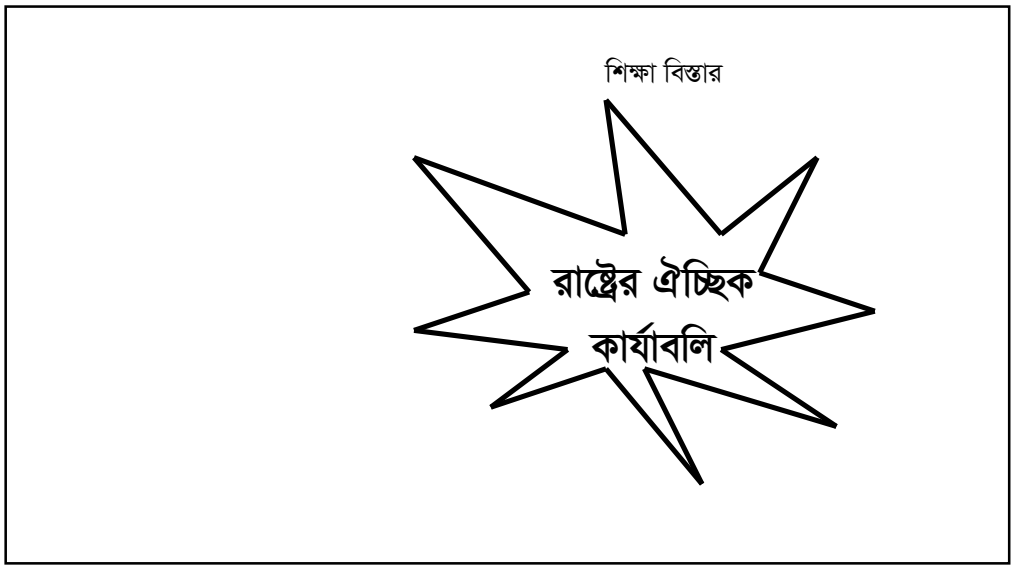

প্রশিক্ষক কৌশলটির প্রয়োগ উত্তর আলোচনা ও সমালোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

মূল শিখনীয় বিষয়

ছদ্ম শিক্ষণের ধারণা

অনেক সময় কোন একটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদানের জন্য বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করে শিক্ষণ শিখন কাজ পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে ঐ বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি একটি কৃত্রিম অবস্থা বা প্রতিকৃতির মাধ্যমে বিষয়টি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা চিত্রায়নের চেষ্টা করা হয়। শিক্ষণ শিখনের এ কৌশলকে ছদ্মশিক্ষণ বা সিমুলেশন বলে। এটি একটি সরলীকৃত মডেল যার মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা ও আচরণিক পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষণ দক্ষতার সার্বিক বিকাশ ঘটে।

ছদ্মশিক্ষণের কৌশল

- শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টিকরণ।
- শিক্ষণ-শিখন দক্ষতা আয়ত্ত্ব করার জন্য একজন প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া।
- প্রশিক্ষণার্থীদের ২/৩ জন পর্যবেক্ষক হয়ে মূল্যায়ন ছক (TP-1 এ ব্যবহৃত) বা Evaluation Sheet এর মাধ্যমে শিক্ষণ শিখন কাজটি মূল্যায়ন করা।
- অন্য সকল প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষার্থীরূপে শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণ।

- অধিবেশন শেষে সবার মূল্যায়ন ছক ও দলগত আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের দুর্বল ও সবল দিক চিহ্নিতকরণ।
- বিশেষ কোন মন্তব্য থাকলে খোলা মন নিয়ে আলোচনা/সমালোচনা করা।
- মানোন্নয়নের সুপারিশ করা।

মূল্যায়ন

১. ছদ্ম শিক্ষণ কী? এটি প্রয়োগের ধাপগুলো কী?

১. পদ্ধতিটি কেন ফলপ্রসূ তা পাঁচটি বাক্যে উপস্থাপন করুন।
২. আপনার টিউটোরিয়াল সেন্টারে আয়োজিত ছদ্ম শিক্ষণ আপনার শিক্ষণ দক্ষতার উন্নয়নে কতটা সহায়ক পর্যালোচনা করুন ও মানোন্নয়নের সুপারিশ করুন।
৩. ছদ্ম শিক্ষণের মূল্যায়ন ছক কেন সামগ্রিক হয়ে থাকে?
৪. একটি ছদ্ম শিক্ষণ মূল্যায়ন ছক তৈরি করুন। সতীর্থদের সাথে ছকটি বিনিময়ের মাধ্যমে মূল্যায়ন করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

ছদ্ম শিক্ষণের ধারণা

অনেক সময় কোন একটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদানের জন্য বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করে শিক্ষণ শিখন কাজ পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে ঐ বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি একটি কৃত্রিম অবস্থা বা পরিস্থিতির মাধ্যমে বিষয়টি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা চিত্রায়নের চেষ্টা করা হয়। শিক্ষণ শিখনের এ কৌশলকে ছদ্মশিক্ষণ বা সিমুলেশন বলে। এটি একটি সরলীকৃত মডেল যার মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা ও আচরণিক পরিবর্তন সাধিত হয়। অণুশিক্ষণের সাথে সাথে এর প্রধান পার্থক্য হল অণুশিক্ষণে শিক্ষণের একটি করে কৌশল আয়ত্ত্ব করানো হয়। আর ছদ্ম শিক্ষণ সামগ্রিক শিক্ষণ-শিখন দক্ষতা অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষণ দক্ষতার সার্বিক বিকাশ ঘটে।

ছদ্ম শিক্ষণের কৌশল

কৌশল	ক্রমিক নং
অন্য সকল প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষার্থীরূপে শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণ।	২
শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টিকরণ।	১
২/৩জন প্রশিক্ষণার্থীর পর্যবেক্ষক হিসেবে মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে শিখন	৪

কাজ পর্যবেক্ষণ।	
প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক পাঠ উপস্থাপন।	৩
বিশেষ কোন মন্তব্য থাকলে খোলা মন নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা করা।	৫
অধিবেশন শেষে সবার মূল্যায়ন ছক ও দলগত আলোচনার মাধ্যমে পাঠের সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিতকরণ।	৬
মানোন্নয়নের সুপারিশকরণ।	৭

ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে প্রস্তুত মাইন্ড ম্যাপিং

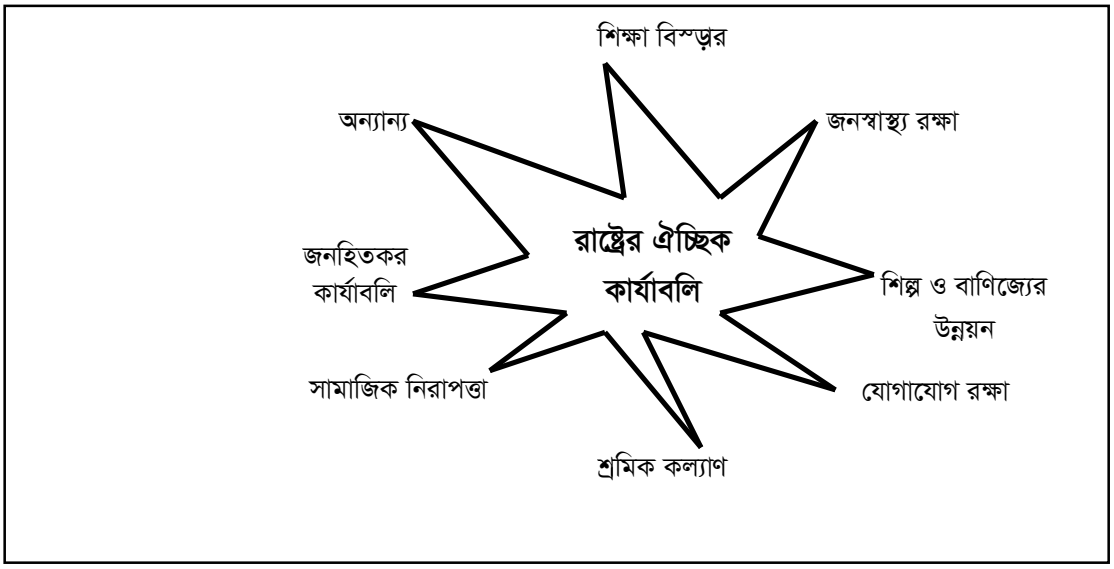

ইউনিট- ৬ **অধিবেশন- ৩১**

একটি সামাজিক সচেতনতা মেলার আয়োজন

ভূমিকা

বিদ্যালয় মানুষের সৃষ্ট একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ। এখানে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সামাজিক পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন, সামাজিক সমস্যার সমাধান, নাগরিকতার শিক্ষা ইত্যাদি প্রদান করা হয়ে থাকে।

বিদ্যালয়ের সাথে সমাজের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। শিক্ষাদানের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের তাই বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা পালনের অবকাশ আছে। প্রতিটি সমাজে রয়েছে বিভিন্ন সমস্যা। এছাড়া সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজে আরও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা উদ্ভূত হতে পারে। সন্তানদের শিক্ষাদানের পাশাপাশি সমাজের এসব সমস্যা মোকাবেলায় বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সামাজিক দায়িত্ব পালনের শিক্ষা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামুলক কর্মকাণ্ড আয়োজন করতে পারে।

সমাজে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা বা ইস্যু নিয়ে সামাজিক সচেতনতা মেলার আয়োজন এ ধরনের একটি অন্যতম কর্মকাণ্ড। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আরও বর্ধিত পরিসরে হাতে কলমে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করার জন্য এ ধরনের সামাজিক সচেতনতা মেলা আয়োজনের প্রয়োজন রয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- সামাজিক সচেতনতা মেলার ধারণা ও উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সামাজিক সচেতনতা মেলার বিষয়বস্তু ও আয়োজনে গৃহীত পদক্ষেপ বর্ণনা করতে পারবেন।
- সামাজিক সচেতনতা মেলা আয়োজনে শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মেলার প্রদর্শনী সামগ্রী ও কর্মকাণ্ডের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন।
- মন্তব্য বই রাখার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ সামাজিক সচেতনতা মেলার ধারণা ও উপযোগিতা

চোখ বন্ধ করে আপনার বিদ্যালয় জীবনের কথা কিছুক্ষণ ভাবুন। হয়তো সে সময়ে আপনার বিদ্যালয় অথবা পার্শ্ববর্তী কোন বিদ্যালয়ে সামাজিক সমস্যা বা দিক নিয়ে মেলা অনুষ্ঠিত হতে

দেখেছেন। অনেক বিদ্যালয়ই এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। এ ধরনের মেলা আয়োজনের উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা কী ছিল সে সম্পর্কে কিছুক্ষণ ভাবুন। এবার সামাজিক সচেতনতা মেলা বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং এ সম্পর্কে আপনার ধারণা নিচের ছকে লিখুন।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার ভেবে দেখুন বিদ্যালয় কর্তৃক এ ধরনের মেলার আয়োজন শিক্ষার্থীদের কী উপকারে আসতে পারে। আপনার ধারণার আলোকে সামাজিক সচেতনতা মেলার উপযোগিতা সম্পর্কে নিচের মাইন্ডম্যাপটি পূরণ করুন।

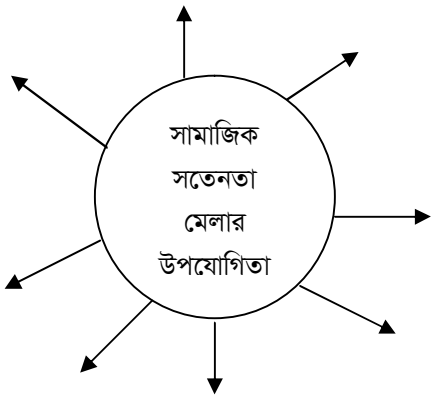

পর্ব- খঃ সামাজিক সচেতনতা মেলার বিষয়বস্তু ও মেলা আয়োজনে গৃহীতব্য পদক্ষেপ

সমাজে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। স্থান ভেদে এ সব সমস্যা বিভিন্নরকম হতে পারে। মাধ্যমিক স্তরের সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের সাথে মিল রেখে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে সামাজিক সচেতনতা মেলা আয়োজনের জন্য আপনার এলাকাভিত্তিক ৫টি সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করুন ও নিচের ছকে উল্লেখ করুন।

যে সকল বিষয়ের উপর বিদ্যালয়ে সামাজিক সচেতনতা মেলা আয়োজন করা যায়

মনে করুন আপনার তত্ত্বাবধানে উপরে চিহ্নিত যে কোন একটি সমস্যা নিয়ে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা একটি সামাজিক সচেতনতা মেলা আয়োজন করবে। এটি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অথবা আশে পাশে যে কোন খালি জায়গায় হতে পারে। এবার মেলাটি আয়োজনে গৃহীতব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে নিচের মাইন্ড ম্যাপিং ছকটি পূরণ করুন।

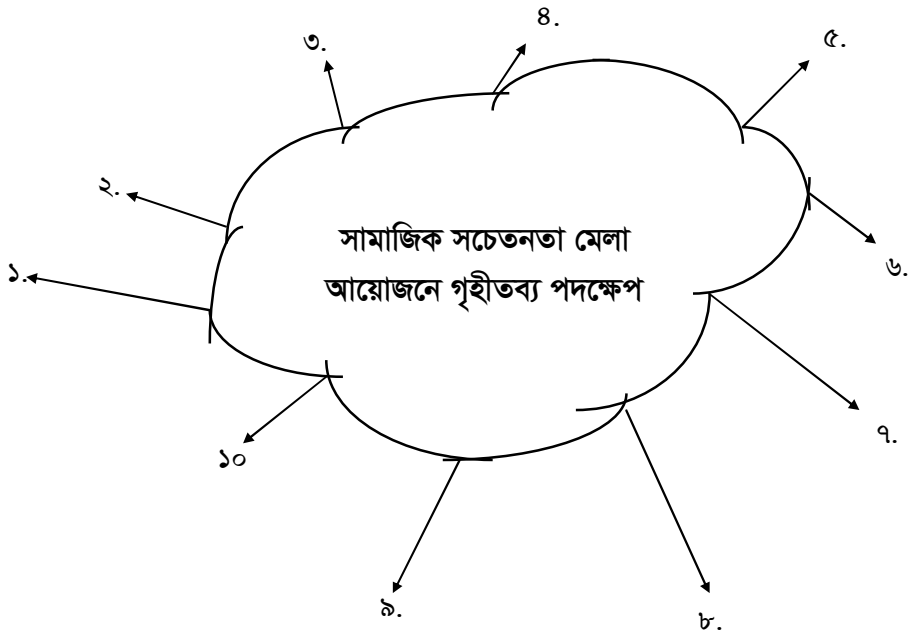

পর্ব- গঃ সামাজিক সচেতনতা মেলা আয়োজনে শিক্ষকের ভূমিকা

সামাজিক সচেতনতা মেলা আয়োজনে শিক্ষকের ভূমিকা কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে নিচের বক্তব্যগুলো পড়ুন এবং যে বক্তব্যগুলোর সাথে একমত সেগুলোর পাশে টিক চিহ্ন দিন।

গাইড হিসেবে দায়িত্ব পালন	
নেতার ভূমিকা পালন	
শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ভাগ	
শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা	
পরিকল্পনাকারী	
মূল দায়িত্ব পালনকারী	
প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান	

পর্ব- ঘঃ সামাজিক সচেতনতা মেলার প্রদর্শনী সামগ্রী ও কার্যের তালিকা

ধরুন উপরে চিহ্নিত যে কোন একটি বিষয়ে একটি সামাজিক সচেতনতা মেলা আয়োজন করা হবে। সামাজিক সচেতনতা মেলার বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে মেলায় প্রদর্শিতব্য দ্রব্যের ও কাজের একটি তালিকা তৈরি করুন।

প্রদর্শনী সামগ্রী	কর্মকাণ্ড

পর্ব- ঙ: মন্তব্য বই রাখার উপযোগিতা

সামাজিক সচেতনতা মেলার মন্তব্য বইয়ে দর্শণার্থীদের মন্তব্য শিক্ষার্থীদের এ ধরনের কাজে উৎসাহ জোগায়। অতএব এ ধরনের মেলায় মন্তব্য বই রাখতে হবে। মেলা শেষে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় মন্তব্যের সারসংক্ষেপ করতে হবে এবং একটি সাধারণ সভা আয়োজন করে মূল কথাগুলো শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে হবে।

ইউনিট- ৬ **অধিবেশন- ৩২**

মূল শিখনীয় বিষয়
সামাজিক সচেতনতা মেলার ধারণা

একদল মানুষ বা শিক্ষার্থী সমাজের কোন এক স্থানে জনগণের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট পণ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন বস্তু ও সামগ্রীর প্রদর্শনী কিংবা বিক্রির ব্যবস্থা করলে তাকে সামাজিক সচেতনতা মেলা বলে। সামাজিক সচেতনতা মেলা কোন সমস্যাভিত্তিকও হতে পারে। যেমন- যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধ, বিস্তার রোধ ও জনগণের করণীয়।

এ সম্পর্কে সামাজিক সচেতন মেলার আয়োজন করা যায়। এমনিভাবে আরও অনেক সামাজিক সমস্যা বা ইস্যু নিয়ে এ ধরনের মেলা আয়োজন করা যায়। বিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের দিয়ে এ ধরনের মেলা আয়োজন করে স্থানীয় জনগণকে বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন করার দায়িত্ব পালন করতে পারে।

শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন করা। একটি সামাজিক সচেতনতা মেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন পরিমাপ করার সুযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া অর্জিত জ্ঞান ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার বিশেষ সুযোগও এতে পাওয়া যায়। একটি সামাজিক সচেতনতা মেলার মাধ্যমে শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই উপকৃত হয় না। স্থানীয় সমাজও উপকৃত হয়। অপরদিকে এ মেলার মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে একটি চমৎকার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা হয়ে উঠতে পারে আনন্দদায়ক, প্রয়োগমুখী ও অংশগ্রহণমূলক। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজ সচেতনতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ সহজেই গড়ে উঠবে।

সামাজিক সচেতনতা মেলার উদ্দেশ্য

যে উদ্দেশ্যে একটি সামাজিক সচেতনতা মেলার আয়োজন করা হয় তা হল–

১. সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান পরিপূর্ণ ও বিকশিত করা।
২. সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রেষণা সৃষ্টি করা।
৩. সামাজিক সচেতনতা মেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করা এবং আগ্রহ বৃদ্ধি করা।
৪. শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো।
৫. শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
৬. হাতে কলমে কাজ করার আগ্রহ বৃদ্ধি করা।
৭. শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক উন্নত করা।
৮. শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।
৯. এর মাধ্যমে শিক্ষক মেধাবী, দক্ষ ও কর্মঠ শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে পারেন।

১০. একটি সামাজিক সচেতনতা মেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ববোধ, সৌন্দর্যবোধ, মমত্ববোধ, গোষ্ঠীচেতনা, অনুসন্ধানী দৃষ্টি, সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

সামাজিক সচেতনতা মেলার বিষয়বস্তু

সামাজিক সচেনতা মেলার বিষয়বস্তু বিভিন্নমুখী হতে পারে। তবে তা হতে হবে সমাজ সংস্কার ও উন্নয়নমূলক। যেমন-
কুসংস্কার প্রতিরোধ
জন্ম নিবন্ধিকরণ
বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ
স্থানীয় পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
বার্ড ফ্লু প্রতিরোধ
একীভূত শিখন
নিরক্ষরতা দূরীকরণ
আগুন থেকে রক্ষার উপায়
ভূমিকম্পের ক্ষতি থেকে রক্ষার উপায়
নারী নির্যাতন প্রতিরোধ
দেশীয় উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি।

সামাজিক সচেতনতা মেলার আয়োজন

একটি সামাজিক সচেতনতা মেলা আয়োজনের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন–

১. পরিকল্পনা
২. মেলার মাধ্যমে যে যে সমস্যা/বিষয়ে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করা হবে তা নির্ধারণ
৩. তারিখ ও স্থান নির্ধারণ
৪. বাজেট প্রণয়ন
৫. দল গঠন
৬. দায়িত্ব বণ্টন
৭. অর্থ সংগ্রহ
৮. বস্তুসামগ্রী সংগ্রহ
৯. কার্য সম্পাদন
১০. স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন
১১. মন্তব্য বই সংরক্ষণ।

সামাজিক সচেতনতা মেলার সামগ্রী

একটি সামাজিক সচেতনতা মেলার প্রদর্শনী সামগ্রী যথোপযুক্ত, সুন্দর এবং শিক্ষণীয় হতে হবে। তা না হলে দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করবে না। স্থান অনুযায়ী প্রদর্শনী সামগ্রীর আকার-আকৃতি নির্বাচন করতে হবে। মেলায় যে সমস্ত প্রদর্শনী সামগ্রী স্থান পাবে তা হতে পারে–

(ক) মেলার স্থানের একটি ভূ-প্রাকৃতিক মডেল
(খ) স্থানীয় লোকদের আচার-আচরণের একটি মডেল
(গ) স্থানীয় বিভিন্ন ধরনের ও সময়ের মানচিত্র
(ঘ) বিভিন্ন প্রকার চার্ট
(ঙ) বিভিন্ন ধরনের নমুনা
(চ) কিছু বাস্তব এবং আকর্ষণীয় জিনিসপত্র
(ছ) হাতের তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র
(জ) প্রাচীন কালের কিছু নমুনা
(ঝ) কিছু খেলনা সামগ্রী
(ঞ) কিছু খাবার সামগ্রী ও দোকান
(ট) সংবাদপত্রে প্রকাশিত আকর্ষণীয় খবর ও ছবি
(ঠ) স্থানীয়/জাতীয় সমস্যা ও তা সমাধান/নিরাময়ের পথ ও পদ্ধতি
(ড) কোন দুর্যোগ সম্পর্কে তথ্যাদি ও তা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কিত বক্তব্য
(ঢ) সম অধিকার প্রতিষ্ঠার সমস্যা ও উত্তরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত।

সামাজিক সচেতনতা মেলার কর্মকাণ্ড

সমস্যা সমাধানের উপায় হাতে-কলমে প্রদর্শন

সমস্যা সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ

স্যুভেনির বিক্রয়

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন

আলোচনা/বিতর্ক সভা

মন্তব্য বই-এ মন্তব্য সংগ্রহ

রক্তদান কর্মসূচি।

মন্তব্য বই

মেলা থেকে বাহির হওয়ার পথে একটি খাতা/মন্তব্য বই রাখতে হবে। এখানে দর্শনার্থীরা মেলা দেখে যাওয়ার সময় তাদের নিজস্ব মতামত অর্থাৎ ভাল-মন্দ, পরামর্শ, উপদেশ, সীমাবদ্ধতা, ভুল-ত্রুটি লিখতে পারেন। ভবিষ্যতে সংশোধনের মাধ্যমে আরো ভাল সামাজিক সচেতনতা মেলার আয়োজন হবে এর মূল উদ্দেশ্য।

স্বমূল্যায়ন

১. সামাজিক সচেতনতা মেলা কাকে বলে? সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক সতেনতা মেলা আয়োজনের গুরুত্ব কী?
২. সামাজিক সতেনতা মেলা আয়োজনে শিক্ষক হিসেবে আপনার ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৩. সামাজিক সতেনতা মেলা শিক্ষার্থী ও সমাজের কী উপকারে আসবে?
৪. মনে করুন আপনার নির্দেশনায় নবম শ্রেণির শিক্ষর্থীরা একটি সামাজিক সতেনতা মেলা আয়োজন করবে। এটি আয়োজনে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বিবৃত করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

সামাজিক সচেতনতা মেলার ধারণা

১. সমাজের কোন এক স্থানের জনগণের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা পণ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কোন জিনিস প্রদর্শনী বা বিক্রির ব্যবস্থা করলে তাকে সামাজিক সচেতনতা মেলা বলে।
২. সামাজিক সচেতনতা মেলা কোন সামাজিক সমস্যাভিত্তিকও হতে পারে। যেমন- জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে সচেতনতা।
৩. কোন জিনিস সম্পর্কে আগ্রহ বা সচেতনতা সৃষ্টিতেও এটি আয়োজন করা যায়। যেমন- হস্তশিল্প মেলা, পিঠা মেলা, বৈশাখী মেলা, প্রত্নতত্ত্ব মেলা ইত্যাদি।
৪. শিক্ষার্থীদের সামাজিক দক্ষতার বিকাশে এ ধরনের মেলা সহায়ক হয়।
৫. এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী হাতে কলমে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ সম্পর্কে জানতে পারে।

সামাজিক সচেতনতা মেলার উদ্দেশ্য

যে উদ্দেশ্যে সামাজিক সচেতনতা মেলার আয়োজন করা যায় তা হল-

সম্ভাব্য উত্তর

সামাজিক সচেতনতা মেলার উপযোগিতা

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক সতেনতা সৃষ্টি করে।
- হাতে কলমে কাজের দক্ষতা বাড়ায়।
- সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে শেখায়, সমাধানের উপায় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে ধারণা পায়।
- বিদ্যালয়ের সাথে সমাজের সম্পর্ক গড়ে তোলে।
- চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটে।
- দলগত কাজের দক্ষতা বাড়ায়।
- পাঠের একঘেয়েমি দূর করে।

বিদ্যালয়ে সামাজিক সচেতনতা মেলা আয়োজন করা যায় যে সকল বিষয়ের উপর

১. জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ
২. পরিবেশ দূষণ রোধ
৩. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ
৪. কুসংস্কার সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা
৫. জন্ম নিবন্ধীকরণ সম্পর্কে সচেতনতা মেলা।

সামাজিক সচেতনতা মেলার আয়োজনে গৃহীতব্য পদক্ষেপ

১. পরিকল্পনা
২. মেলার মাধ্যমে যে যে সমস্যা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা হবে তা নির্ধারণ
৩. তারিখ ও স্থান নির্ধারণ
৪. দল গঠন
৫. বাজেট বরাদ্দকরণ
৬. দায়িত্ব বণ্টন
৭. অর্থ সংগ্রহ
৮. কার্য সম্পাদন
৯. জিনিসপত্র সংগ্রহ
১০. স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন।